Bangla Quran

with arabic transliteration

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এই পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার ক্ষমতা দান কর

পারা -২৩

এই পেইজে শুধুমাত্র বোঝার জন্য বাংলায় আরবী উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। সবাই চেষ্টা করবেন আরবী অংশ দেখে প্রকৃত আরবী উচ্চারণে পড়ার,

وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً

২২। ওয়ামা-লিয়া লা~আ'বুদুল্লাযী ফাত্বারানী ওয়া ইলাইহি তুর্জা'উন। ২৩। আ আত্তাখিযু মিন্ দূনিহী~আ-লিহাতান্
(২২) এবং আমার কি হয়েছে যে, আমি তাঁর ইবাদাত করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর দিকেই তোমরা সব প্রত্যাবর্তিত হবে?
(২৩) আমি কি আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করব?

إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٤﴾ إِنِّيٓ

ইঁয় ইউরিদ্নির্ রাহ্মা-নু বিদ্বুর্‌রিল্ লা-তুগ্নি 'আন্নী শাফা-'আতুহুম শাইআওঁ ওয়ালা- ইউন্‌ক্বিযূন। ২৪। ইন্নী~
যদি রহমান আমাকে কোন ক্ষতি করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনই উপকারে আসবে না এবং তারা আমাকে (শাস্তি হতে) রক্ষাও করতে পারবে না। (২৪) আমি

إِذًا لَّفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٥﴾ إِنِّيٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿٢٦﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ

ইযাল্লাফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ২৫। ইন্নী~আ-মান্‌তু বিরাব্বিকুম ফাস্‌মা'উন। ২৬। ক্বীলাদ্ খুলিল্ জান্নাতা ;
যদি এরূপ করি তবে অবশ্যই স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পড়ব। (২৫) আমিতো তোমাদের রবের উপর ঈমান এনেছি, সুতরাং তোমরা আমার কথা শোন। (২৬) তাকে বলা হল তুমি জান্নাতে

قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ۝

ক্বা-লা ইয়া-লাইতা ক্বাওমী ই'য়ালামূন। ২৭। বিমা- গাফারালী রাব্বী ওয়া জ্বা'আলানী মিনাল্ মুক্‌রামীন।
প্রবেশ কর। সে বলল, হায়! যদি আমার সম্প্রদায় জানতে পারত, (২৭) যে কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।

﴿٢٨﴾ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ۝

২৮। ওয়ামা~আন্‌যাল্‌না- 'আলা- ক্বাওমিহী মিম্ বা'দিহী মিন্ জুন্দিম্ মিনাস্ সামা—ই ওয়ামা- কুন্না- মুন্‌যিলীন।
(২৮) তার সম্প্রদায়ের উপর তার মৃত্যুর পরে আকাশ থেকে কোন সৈন্যবাহিনী (তাদের ধ্বংসে করার জন্য) প্রেরণ করিনি এবং আমি (ফিরিশতা) প্রেরণকারীও ছিলাম না।

﴿٢٩﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ ﴿٣٠﴾ يَٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ

২৯। ইন্ কা-নাত্ ইল্লা-স্বাইহ্বাতাওঁ ওয়া-হ্বিদাতান্ ফাইযা-হুম খা-মিদূন। ৩০। ইয়া-হ্বাস্‌রাতান্ 'আলাল্ 'ইবা-দি,
(২৯) (তাদের শাস্তি) সেটা একটি (ভীষণ) আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ফলে তারা নির্বাপিত হয়ে (শেষ হয়ে) গেল। (৩০) দুঃখ সে বান্দাদের উপর, তাদের কাছে

مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣١﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا

মা- ইয়া'তীহিম্ মির্ রাসূলিন্ ইল্লা- কা-নূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিউন। ৩১। আলাম্ ইয়ারাও কাম্ আহ্‌লাক্‌না-
এমন কোন রাসূল আগমন করেনি, যাদের সাথে তারা উপহাস করেনি। (৩১) তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের পূর্বে বহু দলকে

قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣٢﴾ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا

ক্বাব্‌লাহুম্ মিনাল্ ক্বুরূনি আন্নাহুম্ ইলাইহিম লা- ইয়ারজ্বি'উন। ৩২। ওয়া ইন্ কুল্‌লুল্লাম্মা- জ্বামী'উল লাদাইনা-
ধ্বংস করে দিয়েছি। তারা তাদের কাছে (আর) ফিরে আসবে না। (৩২) এবং তাদের সকলকেই (পুনরায়) আমার সামনে উপস্থিত

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২৫) ঃ ....انی امنت – নবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, উদ্দেশ্য ছিল ঈমানের ব্যাপারে নবীকে সাক্ষী রাখা। কারো মতে, তাঁর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন। ✪ টীকা (আঃ ২৬) ঃ "বেহেশতে প্রবেশ কর" বলতে তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকলে, বেহেশতের অর্থ তৎসংলগ্ন কোন স্থান। কেননা, বেহেশতে প্রবেশ করার পর আর নির্গমন নেই। অথচ পুনরুত্থান ও হাশর বেহেশতের বাইরে হবে। আর "বেহেশতে প্রবেশ কর" বলতে যথাসময়ে বেহেশতে প্রবেশ করার শুভ সংবাদও উদ্দেশ্য হতে পারে। (বঃ কোঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২৯) ঃ ......صيحة – জিবরাঈল (আ) একটি চীৎকার দিয়েছিলেন যাতে সবার রূহ শরীর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল এবং মৃত দেহগুলো স্তূপাকারে পড়ে রয়েছিল। (কুঃ কারীম)

مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ

মুহ্দ্বারূন। ৩৩। ওয়া আ-য়াতুল্ লাহুমুল্ আর্দ্বুল্ মাইতাতু; আহ্ইয়াইনা-হা- ওয়া আখ্রাজ্না- মিন্হা- হ্ব্বান্ ফামিন্হু
করা হবে। (৩৩) আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন হচ্ছে, মৃত (শুষ্ক) যমীন। আমি তাকে জীবিত (সতেজ) করি এবং তা থেকে আমি শস্য উৎপন্ন করি, তারপর তা (শস্য)

يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ

ইয়া'কুলূন। ৩৪। ওয়া জ্বা'আল্না- ফীহা- জ্বান্না-তিম্ মিন্ নাখীলিওঁ ওয়া 'আনা-বিওঁ ওয়া ফাজ্জ্বার্না- ফীহ্বা- মিনাল্
থেকে তারা খেয়ে থাকে। (৩৪) তাতে আমি বানিয়েছি খেজুর ও আংগুরের বাগান এবং তাতে বিভিন্ন ঝরনা (জলধারা)সমূহ প্রবাহিত

الْعُيُوْنِ ﴿٣٥﴾ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۭ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝

'উইউন। ৩৫। লিইয়া'কুলূ মিন্ ছামারিহী, ওয়ামা- 'আমিলাত্হু আইদীহিম ; আফালা- ইয়াশ্কুরূন।
করি। (৩৫) যাতে তারা সে ফল হতে খেতে পারে। অথচ সে (ফল)গুলোর (সৃষ্টির) ব্যাপারে তাদের হাত কোনই কাজ করেনি। এরপরেও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

﴿٣٦﴾ سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ

৩৬। সুব্হা-নাল্লাযী খালাক্বাল্ আয্ওয়া-জ্বা কুল্লাহা- মিম্মা- তুম্বিতুল আর্দ্বু ওয়া মিন্ আন্ফুসিহিম্
(৩৬) তিনি (আল্লাহ) মহা পবিত্র, যিনি প্রতিটি বস্তুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন; যমীনের উদ্ভিদ শস্যের থেকে এবং মানুষের থেকে (পুরুষ, নারী)

وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۝

ওয়া মিম্মা- লা- ইয়া'লামূন। ৩৭। ওয়া আ-য়াতুল্ লাহুমুল্ লাইলু, নাস্লাখু মিন্হুন্ নাহা-রা ফাইযা-হুম্ মুজ্লিমূন।
এবং সে জিনিসের থেকেও, যেগুলো তারা জানে না। (৩৭) আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন রাত, আমি তা থেকে দিবসকে আলাদা করি, তখন তারা অন্ধকারে থাকে।

﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ

৩৮। ওয়াশ্ শাম্সু তাজ্বরী লিমুস্তাক্বাররিল্লাহা- ; যা-লিকা তাক্বদীরুল্ 'আযীযিল্ 'আলীম। ৩৯। ওয়াল্ ক্বামারা ক্বাদ্দার্না-হু
(৩৮) আর সূর্য তার নির্ধারিত পথে চলে। এ চলার পথ, মহা প্রভাবশালী, মহাজ্ঞানী (আল্লাহ) এর নির্ধারিত। (৩৯) এবং আমি চন্দ্রের ভ্রমণের জন্যও

مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ

মানা-যিলা হ্বাত্তা- 'আ-দা কাল্'উর্জুনিল্ ক্বাদীম।.৪০। লাশ্ শাম্সু ইয়াম্বাগী লাহা ~আন্ তুদ্রিকাল্
মনযিল (ভ্রমণপথ) নির্ধারণ করেছি। অবশেষে তা খেজুরের পুরাতন ডালের রূপ ধারণ করে। (৪০) সূর্যের জন্য সম্ভব নয় যে চন্দ্রকে গিয়ে ধরবে,

الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۭ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمْ

ক্বামারা ওয়া লাল্ লাইলু সা-বিকুন্ নাহা-রি ; ওয়া কুল্লুন ফী ফালাকিই ইয়াস্বাহূন। ৪১। ওয়া আ-য়াতুল্ লাহুম
এবং রাতের জন্য এ সুযোগ নেই যে, সে দিনের উপর অগ্রগমন করবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে সাঁতরায়। (৪১) আর তাদের জন্য আর একটি নিদর্শন এই যে,

✪ টীকা (আঃ ৩৬) ঃ কতকগুলো উদ্ভিদের মধ্যে জাতিগত বৈপরিত্য রয়েছে। যেমন- কোন উদ্ভিদ হতে গম এবং কোনটি হতে যব উৎপন্ন হয়। কোন কোনটিতে আরও অধিক বৈষম্য রয়েছে। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৩৯) ঃ সূর্যের গন্তব্য স্থান বলতে সে বিন্দুটিই উদ্দেশ্য, যেখান হতে তার বার্ষিক গতি আরম্ভ হয়ে বছরান্তে পুনরায় সে বিন্দুতে উপনীত হয়। আর চক্রবালের সে বিন্দুটিও উদ্দেশ্য, দৈনিক গতিতে যে বিন্দুটিতে সূর্য অস্তমিত হয়। (বঃ কোঃ)
✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪০) ঃ كل في... - অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য এবং তার সাথে অন্যান্য তারকাসমূহ নিজ কক্ষ পথে ভ্রমণ করে। ✪ টীকা (আঃ ৪০) ঃ অর্থাৎ এরূপ সম্ভব নয় যে, সূর্য তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে উদিত হয়ে চন্দ্রকে অর্থাৎ, তার সময় রাত্রিকে মুছিয়ে ফেলে, অনুরূপভাবে চন্দ্রও সূর্যকে তার কিরণ প্রকাশকালে ধরতে পারে না, যাতে রাত্রি এসে পড়ে। ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪১) ঃ ..... في الفلق - অর্থাৎ নূহের (আ) কিস্তি (নৌকা)।

أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۝٤٢ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

আন্না- হ্বামাল্‌না- যুর্‌রিয়্যাতাহুম ফিল্ ফুল্‌কিল্ মাশ্‌হূন। ৪২। ওয়া খালাক্বনা- লাহুম মিম্ মিছ্‌লিহী মা-ইয়ারকাবূন।

আমি তাদের বংশধরকে বোঝাইকৃত নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। (৪২) আর আমি তাদের জন্য অনুরূপ নৌকা সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে।

۝٤٣ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ۝٤٤ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا

৪৩। ওয়া ইন্ নাশা' নুগ্‌রিক্বহুম ফালা- স্বারীখা লাহুম ওয়ালা-হুম ইউন্‌ক্বাযূন। ৪৪। ইল্লা- রাহ্বমাতাম্ মিন্না-ওয়া মাতা-'আন্

(৪৩) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, তারপর তাদের জন্য কেউই সাহায্যকারী হবে না এবং তাদেরকে কেউ বাঁচাতেও পারবে না। (৪৪) কিন্তু এটা আমার অনুগ্রহ এবং তাদের একটা নির্দিষ্ট সময় জীবন ভোগ করার সুযোগ

إِلَىٰ حِينٍ ۝٤٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

ইলা-হ্বীন। ৪৫। ওয়া ইযা-ক্বীলা লাহুমুত্তাকূ মা- বাইনা আইদীকুম্ ওয়ামা- খাল্‌ফাকুম লা'আল্লাকুম তুর্‌হ্বামূন।

দেয়া। (৪৫) যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা ভয় কর, যা তোমাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা তোমাদের পশ্চাতে রয়েছে। হয়ত তোমরা অনুগ্রহ লাভ করতে পার।

۝٤٦ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝٤٧ وَإِذَا قِيلَ

৪৬। ওয়া মা- তা'তীহিম্ মিন্ আ-য়াতিম্ মিন্ আ-য়া-তি রাব্বিহিম ইল্লা-কা-নূ 'আন্‌হা- 'মুরিদ্বীন। ৪৭। ওয়া ইযা-ক্বীলা

(৪৬) তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের আয়াতগুলো থেকে এমন কোন আয়াত আসেনি যে, যা থেকে তারা বিমুখ না হয়েছে। (৪৭) আর যখন তাদেরকে বলা

لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ

লাহুম আন্‌ফিকূ মিম্মা- রাযাক্বাকুমুল্লা-হু, ক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ লিল্লাযীনা আমানূ~আনুত্ব'ইমু মাল্ লাও

হয় যে, তোমাদেরকে আল্লাহ যে রিযিক দান করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। তখন কাফিরেরা মুমিনগণকে (ঠাট্টা করে) বলে, আমরা কি তাকে খাওয়াব,

يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝٤٨ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا

ইয়াশা—উল লা-হু আত্ব'আমাহূ~, ইন্ আন্‌তুম্ ইল্লা- ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ৪৮। ওয়া ইয়াকূলূনা মাতা- হা-যাল্

যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারেন? তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ। (৪৮) আর এসব লোকেরা বলে, এ (পুনরুত্থানের) প্রতিশ্রুতি করে (বাস্তবায়ন) হবে,

الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝٤٩ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ

ও'য়াদু ইন্ কুন্‌তুম্ স্বা-দিক্বীন। ৪৯। মা- ইয়ান্‌জুরূনা ইল্লা- স্বাইহ্বাতাওঁ ওয়া- হ্বিদাতান্ তা'খুযুহুম্ ওয়াহুম্

যদি তোমাদের সত্যবাদী হয়ে থাক? (৪৯) তারা তো শুধু মাত্র ভয়ানক আওয়াজের অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে পাকড়াও করবে, এমনাবস্থায় যে, তারা পরস্পরে ঝগড়া

يَخِصِّمُونَ ۝٥٠ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝٥١ وَنُفِخَ فِي ৩ ৪৮ ২ রুকু

ইয়াখিস্বস্বিমূন। ৫০। ফালা- ইয়াস্‌তাত্বী'উনা তাওস্বিয়াতাওঁ ওয়ালা~ইলা~ আহ্‌লিহিম্ ইয়ারজি'উন। ৫১। ওয়া নুফিখা ফিস্

করতে থাকবে। (৫০) এ সময় তারা না অসিয়ত করতে পারবে এবং না তার নিজ পরিবার-পরিজনের প্রতি ফিরে যেতে পারবে। (৫১) আর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে,

✪ টীকা (আঃ ৪২) ঃ অধিকাংশ লোক নিজেদের সন্তানদেরকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে থাকে, এতে তিনটি নেয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে- (ক) বোঝাইকৃত নৌকা বোঝার ভারে ডুবে যাওয়া উচিত, তাকে পানির উপর দিয়ে চালিয়ে নেয়া। (খ) সন্তান দান করা। (গ) আহর্য্য ও আসবাবপত্র দান করা; যাতে নিজেরা ঘরে থেকে সন্তানদিগকে কর্মকর্তা করে বাণিজ্যে পাঠায়। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৪৭) ঃ এই কথাটি গরীব মুসলমানেরা বলে থাকলে দান প্রার্থনা আকারে বলেছিল, অত্যন্ত প্রয়োজনে দান প্রার্থনা করা জায়েয আছে। আর যদি কোন অভাবশূন্য মুসলমান বলে থাকে, তবে অভাবীদের জন্য সুপারিশের আকারে বলেছিল। (বঃ কোঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৯) ঃ وهم يخصمون - মানুষেরা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় বা অন্যান্য ব্যাপারে বাদানুবাদ করতে থাকবে, এমতাবস্থায় হঠাৎ শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং কেয়ামত ঘটে যাবে। এটা প্রথম ফুৎকার। (কুঃ কারীম)

الصُّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا

স্বূরি ফাইযা- হুম মিনাল আজ্বদা-ছি ইলা- রাব্বিহিম ইয়ান্‌সিলূন। ৫২। ক্বা-লূ ইয়া- ওয়াইলানা- মাম্ বা'আছানা-

তখন তারা কবর থেকে (উঠে) তাদের রবের দিকে (দ্রুত) চলতে থাকবে। (৫২) তারা বলবে, হায়! আমাদেরকে আমাদের বিশ্রামাস্থল (কবর) থেকে কে উঠাল?

مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٣﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا

মিম্ মারক্বাদিনা-; হা-যা- মা- ওয়া'আদার রাহ্মা-নু ওয়া স্বাদাকাল্ মুর্‌সালূন। ৫৩। ইন্ কা-নাত্ ইল্লা-

এটা সেই ওয়াদা, যার প্রতিশ্রুতি রহমান (আল্লাহ) দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ (যেটাকে) সত্য বলেছিলেন। (৫৩) (সেদিন) সেটা হবে

صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ

স্বাইহ্বাতাওঁ ওয়া- হ্বিদাতান ফাইযা-হুম্ জ্বামী'উল্ লাদাইনা- মুহ্বদ্বারূন। ৫৪। ফাল্‌ইয়াওমা লা- তুজ্‌লামু নাফ্‌সুন্

শুধুমাত্র একটি আওয়াজ, তখন সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। (৫৪) বলা হবে আজকের দিনে, কারও প্রতি বিন্দু মাত্রও জুলুম করা হবে না

شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ

শাইআওঁ ওয়ালা- তুজ্‌যাওনা ইল্লা- মা-কুন্‌তুম 'তামালূন। ৫৫। ইন্না আস্বহা-বাল্ জ্বান্নাতিল্ ইয়াওমা ফী শুগুলিন্

এবং তোমাদেরকে শুধু সেসব কাজেরই প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোমরা করতে। (৫৫) এ (কিয়ামতের) দিনে জান্নাত বাসীগণ খুশীতে মশগুল

فَاكِهُونَ ﴿٥٦﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿٥٧﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ

ফা-কিহূন। ৫৬। হুম্ ওয়া আয্‌ওয়া-জুহুম্ ফী জিলা-লিন্ 'আলাল্ আরা—ইকি মুত্তাকিউন। ৫৭। লাহুম ফীহা- ফা-কিহাতুওঁ

থাকবে। (৫৬) তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ ছায়ায় সুসজ্জিত গদিতে হেলান দিয়ে বসবে। (৫৭) তাদের জন্য সেখানে থাকবে ফলসমূহ এবং তাদের জন্য সেখানে তাদের কামনীয়

وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿٥٨﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴿٥٩﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا

ওয়া লাহুম্ মা- ইয়াদ্দা'উন। ৫৮। সালা-মুন্, ক্বাওলাম্ মির্ রাব্বির্ রাহীম। ৫৯। ওয়াম্ তা-যুল্ ইয়াওমা আইয়্যুহাল্

জিনিসগুলোও থাকবে, (৫৮) তাদেরকে বলা হবে 'সালাম', দয়াময় প্রতিপালকের তরফ থেকে। (৫৯) আর (বলা হবে) হে পাপীগণ! তোমরা আজ (পুন্যবানদের থেকে)

الْمُجْرِمُونَ ﴿٦٠﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ

মুজ্‌রিমূন। ৬০। আলাম্ 'আহাদ্ ইলাইকুম্ ইয়া-বানী~আ-দামা আল লা- তা'বুদুশ্ শাইত্বা-না, ইন্নাহূ লাকুম

আলাদা হয়ে যাও। (৬০) হে আদম সন্তানেরা। আমি কি তোমাদেরকে এ কথা বলিনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব কর না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦١﴾ وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ

'আদুওয়্যুম্ মুবীন। ৬১। ওয়া আ'নিবুদূনী, হা-যা- স্বিরা-ত্বুম্ মুস্‌তাক্বীম। ৬২। ওয়া লাক্বাদ্ আদ্বাল্লা মিন্‌কুম

প্রকাশ্য দুশমন? (৬১) আর (একমাত্র) আমার দাসত্ব স্বীকার কর, এটাই সরল (সত্য) পথ। (৬২) এবং সে (শয়তান) তোমাদের মধ্য হতে

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৫২) ঃ قالوا يا ويلنا..... – 'বিশ্রামস্থল' দ্বারা এটা বুঝান হয়নি যে, তাদের কবরে শাস্তি হবে না; বরং কেয়ামতের শাস্তি ভয়ানক দৃশ্য দেখে সে তুলনায় কবরের জীবনকে তারা বিশ্রামস্থল মনে করবে। (কুঃ কাঃ) ✪ টীকা (আঃ ৫৬) ঃ স্ত্রীগণ বলতে বেহেশতীদেরকে বেহেশতে প্রদত্ত হূর এবং পৃথিবীতে তাদের বিবাহিতা মু'মিনা স্ত্রীগণ উদ্দেশ্য হতে পারে। (বঃ কোঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৮) ঃ سلام – হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, জান্নাতীগণ (আল্লাহর) নেয়ামতের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবেন। হঠাৎ তাঁদের উপর একটি নূর প্রকাশিত হবে। যখন তাঁরা মাথা উত্তোলন করবেন, তখন আল্লাহ বলবেন, سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يا اهل الجنة । (তাঃ কাদেরী) ✪ টীকা (আঃ ৫৮) ঃ অর্থাৎ আল্লাহ স্বয়ং বলবেন, হে বেহেশতবাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এর অর্থ কেবল সম্মানিত করা বা স্থায়ী শান্তির শুভসংবাদ প্রদান করা। (বঃ কোঃ)

جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

জ্বিবিল্লান্ কাছীরান ; আফালাম তাকূনূ 'তাক্বিলূন। ৬৩। হা-যিহী জ্বাহান্নামুল্লাতী কুন্তুম তূ'আদূন।

বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছে। এরপরেও কি তোমরা (তার শত্রুতা সম্পর্কে) বুঝ না? (৬৩) এটা সে জাহান্নাম, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

﴿٦٤﴾ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٥﴾ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا

৬৪। ইস্বলাওহাল্ ইয়াওমা বিমা- কুন্তুম্ তাক্ফুরূন। ৬৫। আল্ ইয়াওমা নাখ্তিমু 'আলা~আফ্ওয়া-হিহিম্ ওয়া তুকাল্লিমুনা~

(৬৪) আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর, কারণ তোমরা কুফরী করেছিলে। (৬৫) আজ আমি তাদের মুখের উপর মহর লাগিয়ে দিব এবং তাদের হাতগুলো আমার সামনে

أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ

আইদীহিম্ ওয়া তাশ্হাদু আর্জুলুহুম্ বিমা- কা-নূ ইয়াক্সিবূন। ৬৬। ওয়ালাও নাশা—উ লাত্বামাস্না- 'আলা~আ'ইউনিহিম

কথা বলবে এবং তাদের পাগুলো তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে। (৬৬) যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে তাদের চোখগুলি বিলুপ্ত (দৃষ্টিহীন) করে দিতে পারতাম, তখন তারা যদি

فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴿٦٧﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ

ফাস্তাবাকুস্ব স্বিরা-ত্বা ফাআন্না- ইউব্স্বিরূন। ৬৭। ওয়ালাও নাশা—উ লামাসাখ্না-হুম 'আলা- মাকা-নাতিহিম

রাস্তার দিকে দৌড়িয়ে যাবার চেষ্টা করত, তবে (তখন) কিভাবে তারা দেখত? (৬৭) আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে তাদের (চেহারা) বিকৃত করে দিতে পারতাম, তাদের

فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا ৪ ع ৩ রুকূ

ফামাস্ তাত্বা-উ মুদ্বিয়্যাওঁ ওয়ালা- ইয়ারজ্বি'উন। ৬৮। ওয়া মান্ নু'আম্মির্হু নুনাক্কিস্হু ফিল্ খাল্ক্বি ; আফালা-

নিজ নিজ অবস্থানে রেখে, ফলে তারা না (সামনে) চলতে পারত এবং না প্রত্যাবর্তন করতে পারত। (৬৮) আমি যাকে অধিক বয়স দেই, তার স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন

يَعْقِلُونَ ﴿٦٩﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ

ই'য়াক্বিলূন। ৬৯। ওয়া মা- 'আল্লাম্না-হুশ্ 'শিরা ওয়ামা- ইয়াম্বাগী লাহূ ; ইন্ হুওয়া ইল্লা- যিক্রুওঁ ওয়া কুরআ-নুম্ মুবীন।

করে দেই, এরপরেও কি তারা বুঝে না? (৬৯) আমি রাসূলকে কবিতা শিখাইনি এবং এটা তার জন্য শোভনীয় নয়। এতো শুধু মাত্র উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।

﴿٧٠﴾ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا

৭০। লিইউন্যিরা মান্ কা-না হাইয়্যাওঁ ওয়া ইয়াহিক্কাল্ ক্বাওলু 'আলাল্ কা-ফিরীন। ৭১। আওয়ালাম্ ইয়ারাও আন্না- খালাক্না-

(৭০) যাতে সে এমন ব্যক্তিকে সাবধান করতে পারে, যে জীবিত (অর্থাৎ মুমিন) এবং যাতে কাফিরদের উপর (শাস্তির) বাণী স্থির হতে পারে। (৭১) তারা কি দেখে না যে,

لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧٢﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ

লাহুম্ মিম্মা- 'আমিলাত্ আইদীনা~আন্'আ-মান্ ফাহুম লাহা- মা-লিকূন। ৭২। ওয়া যাল্লাল্না-হা- লাহুম ফামিন্হা- রাকূবুহুম

আমি সৃষ্টি করেছি তাদের জন্য আমার নিজ হাতে সৃষ্টি বস্তুসমূহের মধ্যে গবাদি পশু এবং তারা সেগুলোর মালিক হয়ে গেছে? (৭২) এবং সে (জন্তু)গুলোকে তাদের অধীন করে দিয়েছি। সুতরাং এগুলোর মধ্যে কতক তাদের বাহন

○ টীকা (আঃ ৬২) ঃ কোরআনে অবিশ্বাসী কাফেরদের ঘটনাবলী উল্লেখ করে তাদের পথভ্রষ্টতার শাস্তির কথা তোমাদেরকে শুনায়ে দেয়া হয়েছে। অতএব, তোমরা এতটুকু কথাও কি বুঝ না যে, শয়তানের অনুগামী হলে তোমরাও অনুরূপ শাস্তির উপযোগী হবে। (বঃ কোঃ)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৮) ঃ ننكسه في الخلق - অর্থাৎ আল্লাহ যাকে অধিক বয়স দেন তাকে শিশুকাল হতে শুরু করে বার্ধক্যের সূচনা পর্যন্ত লালন-পালন করেন এবং জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে দেন। অতঃপর বার্ধক্যে তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও শক্তি পুনরায় হ্রাস করে পূর্বের অবস্থায় অর্থাৎ শিশুর অবস্থার দিকে ফিরিয়ে আনেন। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৬৯) ঃ কাফেররা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কবি বলত। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আপনাকে কবিত্ব শিক্ষা দেই নি। আপনার প্রতি যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তা ওহী। আপনার রচনা নয়। (বঃ কোঃ)

وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٤﴾ وَاتَّخَذُوا

ওয়া মিন্‌হা- ইয়া'কুলূন। ৭৩। ওয়া লাহুম ফীহা- মানা-ফি'উ ওয়া মাশা-রিবু ; আফালা- ইয়াশকুরূন। ৭৪। ওয়াত্তাখাযূ
এবং কতক তারা খেয়ে থাকে। (৭৩) সেগুলোর মধ্যে তাদের জন্য আরও অনেক উপকার রয়েছে এবং তাদের জন্য পানীয় বস্তুও রয়েছে। এরপরেও কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে না? (৭৪) তারা তো গ্রহণ করেছে

مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٧٥﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ

মিন্ দূনিল্লা-হি আ-লিহাতাল্ লা'আল্লাহুম ইউন্‌স্বারূন। ৭৫। লা- ইয়াস্‌তাত্বী'উনা নাস্বরাহুম, ওয়াহুম লাহুম জুন্দুম্
আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে মাবুদ হিসেবে এ আশায় যে, তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে। (৭৫) (অথচ) তারা সাহায্য করার কোনই ক্ষমতা রাখেনা এবং তাদেরকে, ওদের বাহিনীরূপে

م ওয়াক্বফে লাযেম

مُحْضَرُونَ ﴿٧٦﴾ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ○

মুহ্‌দ্বারূন। ৭৬। ফালা- ইয়াহ্‌যুন্‌কা ক্বাওলুহুম। ইন্না- 'নালামু মা- ইউসিররূনা ওয়া মা- ই'উলিনূন।
জাহান্নামে উপস্থিত করা হবে। (৭৬) অতএব তাদের কথা যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চয়ই আমি সে সব জানি, যা তারা অন্তরে গোপন রাখে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

﴿٧٧﴾ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٨﴾ وَضَرَبَ لَنَا

৭৭। আওয়ালাম ইয়ারাল্ ইন্‌সা-নু আন্না- খালাক্বনা-হু মিন্ নুত্বফাতিন্ ফাইযা- হুওয়া খাস্বীমুম্ মুবীন। ৭৮। ওয়া দ্বারাবা লানা-
(৭৭) মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে এক ফোঁটা বীর্য হতে সৃষ্টি করেছি? অতঃপর সে এখন প্রকাশ্য বিবাদকারী হয়ে বসেছে। (৭৮) সে (এখন) আমার ব্যাপারে

مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٩﴾ قُلْ يُحْيِيهَا

মাছালাওঁ ওয়া নাসিয়া খাল্‌ক্বাহূ, ক্বা-লা মাই ইউহ্‌য়িল্ 'ইজা-মা ওয়া হিয়া রামীম। ৭৯। কুল্ ইউহ্‌য়ীহাল্
দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে ; অথচ সে তার সৃষ্টির বিষয় ভুলে গেছে, সে বলে, কে জীবিত করবে হাড্ডিগুলোকে, যখন সেগুলো পচে শেষ হয়ে যাবে? (৭৯) আপনি বলুন, সেগুলোকে

الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٨٠﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ

লাযী~আনশাআহা~আওয়্যালা মাররাতিন ; ওয়া হুওয়া বিকুল্লি খাল্‌ক্বিন্ 'আলীমু ৮০। নিল্লাযী জ্বা'আলা লাকুম্ মিনাশ্
তিনিই জীবিত করবেন, যিনি সেগুলোকে প্রথমবারে সৃষ্টি করেছেন। তিনি (আল্লাহ) প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। (৮০) তিনি তোমাদের জন্য সবুজ

الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨١﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ

শাজ্বারিল্ আখ্‌দ্বারি না-রান্ ফাইযা- আন্‌তুম্ মিন্‌হু তূক্বিদূন। ৮১। আওয়া লাইসাল্ লাযী খালাক্বাস্
বৃক্ষ হতে অগ্নি সৃষ্টি করেছেন, ফলে তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালিয়ে থাক। (৮১) যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন,

غ ওয়াক্বফে গোফরান

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ

সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বা বিক্বা-দিরিন্ 'আলা~আই ইয়াখ্‌লুক্বা মিছ্‌লাহুম ; বালা-, ওয়া হুওয়াল খাল্লা-কুল
তিনি কি সক্ষম নন, (পুনরায়) অনুরূপ ভাবে সৃষ্টি করতে? অবশ্যই সক্ষম। তিনি সৃষ্টিকর্তা,

○ টীকা (আঃ ৮০) ঃ আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তৎকালীন আরবদের অকৃতজ্ঞতা জনিত ভ্রান্তি অপনোদন করে বলেছেন যে, তোমরা যে সরস বৃক্ষ হতে তাদেরকে পরস্পর ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপন্ন কর সে বৃক্ষকেও পরম দাতা শক্তিশালী একক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আরবাসীরা মারখ ও ইফার নামক দুটি বৃক্ষের শাখাকে পরস্পর ঘর্ষণ করে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে। তাদের মতে আঙ্গুর ব্যতীত সকল প্রকার কাষ্ঠ হতে অগ্নি উৎপাদিত হয়। তবে মারখ, ইফার যন্দদ ও যন্দা বৃক্ষ হতে সাধারণত অগ্নি জ্বালান হয়। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৮০) ঃ ...... الشجر الاخضر - আরবে দু ধরনের বৃক্ষ ছিল। একটি 'মারখ' অন্যটি 'ইফার'। এ দুটি কাঠ মিলিয়ে ঘর্ষণ করলে আগুন জ্বলত। এখানে সবুজ বৃক্ষ দ্বারা সেটাই বুঝান হয়েছে। (কুঃ কারীম)

الْعَلِيمُ ﴿٨٢﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○

'আলীম। ৮২। ইন্নামা~আমরুহূ~ইযা~আরা-দা শাইআন্ আই ইয়াকূলা লাহূ কুন্ ফাইয়াকূন।
মহাজ্ঞানী। (৮২) তিনি যখন কোন জিনিস সৃষ্টি করতে চান, তখন তিনি (শুধু) বলেন, 'কুন' (হও) ; অতঃপর (সেটি) হয়ে যায়।

﴿٨٣﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○ ع ৫ ৪ রুকু

৮৩। ফাসুবহ্বা-নাল্ লাযী বিয়াদিহী মালাকূতু কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া ইলাইহি তুরজ্বা'উন।
(৮৩) পবিত্র তিনি (আল্লাহ), যাঁর (কুদরতী) হাতে রয়েছে প্রতিটি জিনিসের কর্তৃত্ব (বাদশাহী) এবং তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

١ وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ٢ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ٣ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ٤ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ٥

১। ওয়াস্বস্বা-ফফা-তি স্বাফ্‌ফান। ২। ফায্‌যা-জ্বিরা-তি যাজ্বরান। ৩। ফাত্তা-লিইয়া-তি যিক্‌রান। ৪। ইন্না ইলা-হাকুম লাওয়া-হিদ।

(১) শপথ, যারা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ায়, (২) এবং (শপথ) ধমকের সাথে বাধা প্রদানকারীদের, (৩) এবং (শপথ) যিকর পাঠকারীদের। (৪) নিশ্চয়ই তোমাদের মাবুদ একজন।

٥ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ٦ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ

৫। রাব্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ওয়ামা- বাইনাহুমা- ওয়া রাব্বুল্ মাশা-রিক্ব। ৬। ইন্না- যাইয়্যান্নাস্ সামা—আদ্

(৫) যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যস্থ সব কিছুর প্রতিপালক এবং প্রতিপালক পূর্ব দিকগুলোর। (৬) আমি সুসজ্জিত করেছি নিকটতর আকাশকে,

الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨالْكَوَاكِبِ ٧ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ٨ لَا يَسَّمَّعُوْنَ

দুন্‌ইয়া- বিযীনাতিনিল্ কাওয়া-কিব্। ৭। ওয়া হিফ্‌জাম্ মিন্ কুল্লি শাইত্বা-নিম্ মা-রিদ্। ৮। লা- ইয়াস্‌সাম্মা'উনা

তারকাগুলোর সৌন্দর্য দ্বারা। (৭) এবং সেটা প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান হতে সংরক্ষণ করেছি। (৮) (এ কারণে) তারা উর্ধ জগতের ফেরেশতাদের মজলিসের দিকে

اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ٩ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ

ইলাল্ মালাইল্ 'আলা- ওয়া ইউক্বযাফূনা মিন্ কুল্লি জ্বা-নিব্। ৯। দুহূরাওঁ ওয়া লাহুম 'আযা-বুওঁ

(তাদের কথা শোনার জন্য) কান দিতে পারে না। প্রতিটি দিক হতে তাদের উপর (অগ্নি শিখা) নিক্ষিপ্ত হয়, (৯) (তাদের) তাড়িয়ে দেয়ার জন্য। তাদের জন্য রয়েছে

وَّاصِبٌ ١٠ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ١١ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ

ওয়া-স্বিব্। ১০। ইল্লা- মান্ খাত্বিফাল্ খাত্বফাতা ফাআত্‌বা'আহূ শিহা-বুন্ ছা-ক্বিব। ১১। ফাস্‌তাফ্‌তিহিম্ আহুম্

স্থায়ী শাস্তি। (১০) কিন্তু যে হঠাৎ কিছু কথা নিয়ে ভাগে, তখন তাদের পিছু ধাওয়া করে (এক) জ্বলন্ত অগ্নি শিখা। (১১) (যারা অবিশ্বাসী) তাদের জিজ্ঞেস করুন, তাদের সৃষ্টি করা

✪ টীকা (আঃ ১) ঃ আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য ফেরেশতাদের সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকার কথা অন্য আয়াতেও বর্ণিত আছে এবং হাদীস শরীফেও উল্লেখ রয়েছে। (বঃ কোঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২) ঃ فالزجرت..... – যে ফিরিশতা শয়তানকে আকাশে যেতে বাধা প্রদান করে ও ধমকের সাথে তাড়িয়ে দেয়। অথবা সে নেক ব্যক্তিগণ, যারা নিজেরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে এবং অন্যকে গুনাহর কাজে ধমক দিয়ে তা থেকে বাধা দেয়। (তাঃ ওসমানী)

✪ টীকা (আঃ ৩) ঃ অর্থাৎ, আসমানী সংবাদ চুপি চুপি শ্রবণের উদ্দেশ্যে শয়তানরা আসমানে আরোহণ কালে। যে ফেরেশতাগণ জ্বলন্ত তারকা শিখা নিক্ষেপ করে তাদেরকে বিতাড়িত করে দেয়, তাদের শপথ। (বঃ কোঃ)

أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ⑫ بَلْ عَجِبْتَ

আশাদ্দু খাল্ক্বান্ আম্মান্ খালাক্বনা-; ইন্না- খালাক্বনা-হুম্ মিন্ ত্বীনিল্ লা-যিব্। ১২। বাল্ 'আজ্বিব্তা

অধিক কঠিন না, তাদের, যাদেরকে তোমাদের ব্যতীত সৃষ্টি করেছি? নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে গাঢ় মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। (১২) (হে নবী!) আপনি তো আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন।

وَيَسْخَرُونَ ⑬ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ⑭ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۝

ওয়া ইয়াস্খারূন। ১৩। ওয়া ইযা- যুক্কিরূ লা- ইয়ায্কুরূন। ১৪। ওয়া ইযা- রাআও আ-য়াতাইঁ ইয়াস্তাস্খিরূন।

আর তারা উপহাস করছে। (১৩) যখন তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয় সে উপদেশ তারা মানে না। (১৪) আর যখন কোন নিদর্শন দেখে, তারা তখন সেগুলোকেও উপহাস করে।

⑮ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑯ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا

১৫। ওয়া ক্বা-লূ~ইন্ হা-যা~ইল্লা- সিহ্রুম্ মুবীন। ১৬। আ ইযা- মিত্না- ওয়া কুন্না- তুরা-বাওঁ ওয়া 'ইজা-মান্ আইন্না-

(১৫) এবং বলে, এগুলো প্রকাশ্য যাদু ছাড়া আর কিছু নহে। (১৬) আমরা যখন মারা যাব এবং মাটি ও হাড্ডি হয়ে যাব, তখনও কি আমাদেরকে

لَمَبْعُوثُونَ ⑰ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ⑱ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ⑲ فَإِنَّمَا

লামাব্‌উছূন। ১৭। আওয়া আ-বা—উনাল্ আওয়্যালূন। ১৮। কুল্ না'আম্ ওয়া আন্তুম দা-খিরূন। ১৯। ফাইন্নামা-

উঠানো হবে? (১৭) আর আমাদের পূর্বের পিতৃ পুরুষদেরকেও? (১৮) আপনি বলুন, হ্যাঁ হ্যাঁ এবং তোমরা (কেয়ামতের দিন) অপমানিত হবে। (১৯) সেদিন শুধু মাত্র

هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ⑳ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ۝

হিয়া যাজ্‌রাতু ওয়া-হ্বিদাতুন্ ফাইযা- হুম্ ইয়ান্‌জুরূন। ২০। ওয়াক্বালু ইয়া-ওয়াইলানা- হা-যা- ইয়াওমুদ্ দীন।

একটি (ভীষণ) আওয়াজ হবে, আর সে সময়ই তা তারা দেখবে। (২০) এবং তারা বলবে যে, হায় আফসোস! এটাই তো প্রতিদান দিবস।

রুকূ ৫(৫) ১

㉑ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ㉒ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا

২১। হা-যা- ইয়াওমুল্ ফাস্বলিল্লাযী কুন্তুম্ বিহী তুকায্যিবূন। ২২। উহ্শুরুল লাযীনা জালামূ

(২১) (আল্লাহ বলবেন) এটাই সে মীমাংসার দিবস, যে দিবসকে তোমরা অবিশ্বাস করতে। (২২) (আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিরিশতাগণকে বলা হবে) একত্র কর, জালিমও তাদের

وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ㉓ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ

ওয়া আয্ওয়া- জ্বাহুম ওয়ামা- কা-নূ ই'য়াবুদূন। ২৩। মিন্ দূনিল্লা-হি ফাহ্দূহুম্ ইলা- স্বিরা-ত্বিল্

সাথীদেরকে এবং তাদেরকেও যাদের তারা ইবাদাত করত (২৩) আল্লাহ ব্যতীত তাদেরকে। অতঃপর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের

একচতুর্থাংশ

الْجَحِيمِ ㉔ وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ㉕ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ㉖ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ

জ্বাহীম। ২৪। ওয়া ক্বিফূহুম ইন্নাহুম মাস্‌উলূন। ২৫। মা- লাকুম লা- তানা-স্বারূন। ২৬। বাল্ হুমুল্ ইয়াওমা

পথে। (২৪) অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদের কাছে প্রশ্ন করা হবে, (২৫) তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছ না? (২৬) বরং তারা সব আজ

✪ টীকা (আঃ ১১) ঃ মক্কার কাফেররা পরকাল সম্পর্কে যে সন্দেহ প্রকাশ করত, এখানে এর জবব দেয়া হয়েছে। তারা মনে করত, পরকাল সম্ভব নয়। কেননা মরে যাওয়া লোকদের পুনরায় জীবিত হওয়া অসম্ভব। এর জবাবে পরকালের সম্ভাবনার দলীল ও প্রমাণ পেশ করে আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম তাদের সামনে এ প্রশ্ন উপস্থিত করেছেন। যে মৃত্যু মানুষকে পুনরায় পয়দা করা তোমাদের মতে যদি বড় কঠিন ব্যাপার হয়ে থাকে যে আল্লাহর পক্ষে এ বিরাট বিশাল বিশ্বলোক সৃষ্টি করা কঠিন বা অসম্ভব হয় না এবং যিনি একবার তোমাদের পয়দা করতে পেরেছেন, তার সম্পর্কে তোমরা মনে করছো যে, তিনি আবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করতে অক্ষম এ কেমন করে যুক্তি সংগত হতে পারে.....? তোমাদের বুদ্ধি বলতে কি কিছু নেই। (কুঃ কারীম)

مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٧﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ

মুস্‌তাস্‌লিমূন। ২৭। ওয়া আক্‌বালা 'বা'দুহুম্ 'আলা- 'বা'দিই ইয়াতাসা—আলূন। ২৮। ক্বা-লূ~ইন্নাকুম্ কুন্‌তুম্

আনুগত্যতা স্বীকার করবে। (২৭) তারা একজন অন্য জনের দিকে মুখ করে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, (২৮) তারা (তাদের নেতাদেরকে) বলবে,

تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٩﴾ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٣٠﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم

তা'তূনানা- 'আনিল্ ইয়ামীন। ২৯। ক্বা-লূ বাল্ লাম্ তাকূনূ মু'মিনীন। ৩০। ওয়া মা- কা-না লানা- 'আলাইকুম্

তোমরা তো আমাদের কাছে আসতে ডান দিক থেকে। (২৯) তারা (নেতারা) বলবে, তোমরা তো ঈমানদারই ছিলে না। (৩০) এবং আমাদের কোন কর্তৃত্বই তোমাদের

مِّن سُلْطَانٍ ۚ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ﴿٣١﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَذَائِقُونَ

মিন্ সুল্‌ত্বা-নিন্, বাল্ কুন্‌তুম্ ক্বাওমান্ ত্বা-গীন। ৩১। ফাহাক্কা 'আলাইনা- ক্বাওলু রাব্বিনা~, ইন্না- লাযা—ইকূন।

উপর ছিল না। বরং তোমরা ছিলে অবাধ্য সম্প্রদায়। (৩১) সুতরাং এখন আমাদের উপর আমাদের প্রতিপালকের বাণী সত্য হয়েছে, আমাদের (শাস্তি) ভোগ করতেই হবে।

فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴿٣٢﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ

৩২। ফাআগ্‌ওয়াইনা-কুম্ ইন্না- কুন্না- গা-ওয়ীন। ৩৩। ফাইন্নাহুম ইয়াওমাইযিন্ ফিল্ 'আযা-বি মুশ্‌তারিকূন।

(৩২) আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম, কারণ, আমরা নিজেরাও পথভ্রষ্ট ছিলাম। (৩৩) অতঃপর সেদিন তারা (সব) শাস্তিতে শরীক হবে।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

৩৪। ইন্না- কাযা-লিকা নাফ'আলু বিল্‌মুজ্‌রিমীন। ৩৫। ইন্নাহুম কা-নূ~ইযা- ক্বীলা লাহুম লা~ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু,

(৩৪) আমি এভাবেই করে থাকি গুনাহগার (মুশরিক)-দের প্রতি। (৩৫) তারা এমন ছিল যে, যখন তাদের কাছে বলা হত যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তখন তারা

يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَاءَ

ইয়াস্‌তাক্‌বিরূন। ৩৬। ওয়া ইয়াক্বূলূনা আইন্না- লাতা-রিকূ~আ-লিহাতিনা- লিশা-'ইরিম্ মাজ্‌নূন। ৩৭। বাল্ জ্বা—আ

অহংকার করত (৩৬) এবং বলত, আমরা কি আমাদের মাবুদগণকে এক উন্মাদ কবির (কথার) জন্য ছেড়ে দিব? (৩৭) (আল্লাহ বলেন) সে (নবী) সত্য (দ্বীন)

بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ

বিল্‌হাক্বক্বি ওয়া স্বাদ্দাক্বাল মুরসালীন। ৩৮। ইন্নাকুম লাযা—ইকুল 'আযা-বিল্ আলীম। ৩৯। ওয়া মা- তুজ্‌যাওনা

নিয়ে এসেছে এবং সে সব রাসূলগণকে সত্যায়িত করে। (৩৮) (হে কাফির) তোমরা তো অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। (৩৯) আর তোমাদেরকে কেবল

إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ

ইল্লা- মা- কুন্‌তুম তা'মালূন। ৪০। ইল্লা- 'ইবা-দাল লা-হিল্ মুখ্‌লাস্বীন। ৪১। উলা—ইকা লাহুম্ রিয্‌কুম্ 'মালূম।

তারই প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোমরা করতে। (৪০) তবে তারা ব্যতীত, যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা। (৪১) তাদের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট রিযিক,

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২৮) ঃ عن اليمين – ডান হাতে সাধারণত শক্তি বেশী থাকে। এখানে বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্য জোর করতে এবং আমাদের সামনে তোমাদের শক্তি নিয়ে হাজির হতে, যাতে আমরা তোমাদের পথ অনুসরণ করি। (তাঃ ওসমানী)

✪ টীকা (আঃ ২৮) ঃ মূলে 'ইয়ামীন' ডানহাত ব্যবহৃত হয়েছে। বাগ্‌ধারা অনুসারে যদি এর অর্থ শক্তি ও ক্ষমতা গ্রহণ করা হয় তবে এর মর্ম হবে- তোমরা জবরদস্তিমূলকভাবে আমাদেরকে পথভ্রষ্টতার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে? আর যদি এর অর্থ মঙ্গল ও শুভ গ্রহণ করা হয় তবে এর মর্ম হবে- তোমরা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীর বেশ ধরে আমাদেরকে প্রতারিত করেছিলে। আর যদি এর অর্থ শপথ বলে ধরা হয় তবে অর্থ হবে- তোমরা শপথ করে করে আমাদেরকে নিশ্চিন্ততা দান করেছিলে যে- যা তোমরা পেশ করছো সেটাই সত্য। (কুঃ কারীম)

(৪২) فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ (৪৩) فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ (৪৪) عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ (৪৫) يُطَافُ

৪২। ফাওয়া-কিহু, ওয়া হুম্ মুকরামূন। ৪৩। ফী জান্না-তিন্ না'ঈম। ৪৪। 'আলা- সুরুরিম্ মুতাক্বা-বিলীন। ৪৫। ইউত্বা-ফু
(৪২) ফলসমূহ এবং তারা হবে সম্মানিত। (৪৩) তারা সুখময় জান্নাতে, (৪৪) তা সামনা-সামনি আসনের উপর বসবে। (৪৫) প্রবাহিত

عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ (৪৬) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ (৪৭) لَا فِيْهَا غَوْلٌ

'আলাইহিম্ বিকা'সিম্ মিম্ মা'ঈনিম। ৪৬। বাইদ্বা—আ লায্যাতিল্ লিশ্শা-রিবীন। ৪৭। লা- ফীহা- গাওলুঁও
শরাবের পেয়ালা তাদের সামনে পরিবেশন করা হবে। (৪৬) যা হবে সাদা রং এর, সু-স্বাদু হবে পানকারীদের জন্য। (৪৭) তাতে নেশা জাতীয় কিছুই নেই

وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ (৪৮) وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ (৪৯) كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ

ওয়ালা- হুম্ 'আন্হা- ইউন্যাফূন। ৪৮। ওয়া 'ইন্দাহুম ক্বা-স্বিরা-তুত্ব ত্বার্ফি 'ঈন। ৪৯। কাআন্নাহুন্না বাইদ্বুম্
এবং তা পানে তারা মাতালও হবে না। (৪৮) এবং তাদের কাছে থাকবে দৃষ্টি অবনতকারী, বড় বড় (সুন্দর) চোখ ওয়ালা (হুর) গণ। (৪৯) মনে হয় যেন তারা লুকায়িত

مَّكْنُوْنٌ (৫০) فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ (৫১) قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ

মাক্নূন। ৫০। ফাআক্ববালা 'বাদ্বুহুম্ 'আলা- 'বাদ্বিই ইয়াতাসা—আলূন। ৫১। ক্বা-লা ক্বা—ইলুম্ মিন্হুম
ডিম। (৫০) (জান্নাতীগণ) একজন অন্য জনের দিকে মুখ করে (সামনা সামনি হয়ে) জিজ্ঞেস করবে। (৫১) তাদের মধ্যে একজন বলবে,

اِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ (৫২) يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ (৫৩) ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا

ইন্নী কা-না লী ক্বারীন। ৫২। ইয়াক্বূলু আইন্নাকা লামিনাল্ মুস্বাদ্দিক্বীন। ৫৩। আইযা- মিত্না- ওয়া কুন্না- তুরা-বাওঁ
আমার একজন (পৃথিবীতে) বন্ধু ছিল, (৫২) সে (আমাকে) বলত, তুমি কি (কিয়ামতে) বিশ্বাসকারী? (৫৩) আমরা যখন মারা যাব এবং মাটি ও হাড্ডি হয়ে যাব

وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ (৫৪) قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ (৫৫) فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ

ওয়া 'ইজা-মান্ আইন্না- লামাদীনূন। ৫৪। ক্বা-লা হাল্ আন্তুম্ মুত্ত্বালি'উন। ৫৫। ফাত্ত্বালা'আ ফারাআ-হু ফী
তখন কি আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে? (৫৪) আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি একটু ঝুঁকে তাকে দেখতে চাও? (৫৫) অতঃপর সে নীচে ঝুঁকবে এবং তাকে জাহান্নামের

سَوَآءِ الْجَحِيْمِ (৫৬) قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ (৫৭) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ

সাওয়া—ইল্ জ্বাহীম। ৫৬। ক্বা-লা তাল্লা-হি ইন্ কিত্তা লাতুর্দীন। ৫৭। ওয়া লাওলা- 'নিমাতু রাব্বী লাকুন্তু
মধ্যে দেখতে পাবে। (৫৬) সে (জান্নাতী) বলবে, আল্লাহর শপথ! তুমি তো আমাকে ধ্বংসে করাই শুরু করেছিলে, (৫৭) আমার প্রতিপালকের রহমত না হলে, তবে আমিও

مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ (৫৮) اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ (৫৯) اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ

মিনাল্ মুহ্দ্বারীন। ৫৮। আফামা- নাহ্নু বিমাইয়্যিতীন। ৫৯। ইল্লা- মাওতাতানাল্ ঊলা- ওয়ামা- নাহ্নু
জাহান্নামে উপস্থিতদের মধ্যে হতাম। (৫৮) আমরা তো আর (জান্নাতে) মরব না (৫৯) আমাদের প্রথম বারের মরণের পরে এবং আমরা

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৯) ঃ بيض مكنون – অর্থাৎ শুতুর মুরগীর ডিম। যা খুবই সুন্দর রং-এর হয়ে থাকে এবং ডিমগুলো, মুরগী তার পাখার নীচে খুবই যত্নের সাথে লুকিয়ে রাখে। তাতে ডিমের সৌন্দর্য নষ্ট হতে পারে না। (কুঃ কারীম) ✪ টীকা (আঃ ৫৯) ঃ বেহেশতবাসীগণ পরস্পর আলোচনা করতে করতে তাদের পার্থিব বিপথগামী জনৈক বন্ধুর কথা স্মরণ করে বলবে– চল আমরা তার অবস্থা দেখি। তৎপর তারা তাকিয়ে দেখবে যে, সে কেয়ামত অবিশ্বাসী বিপথগামী লোক দোযখে পতিত হয়ে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করতেছে। তখন তারা তাকে বলবে– পৃথিবীতে যদি আমরা তোমার কথা অনুযায়ী চলতাম তবে আমরাও এরূপে শাস্তি পেতাম। করুণাময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণায় আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এক্ষণে অবহিত হও, আমরা মাত্র একবারই মৃত্যুরকবলে পতিত হয়েছিলাম। এখন আমরা অনন্ত জীবন লাভ করে চিরসুখী হয়েছি। এটাই পরম সাফল্য। (কুঃ কাঃ)

بِمُعَذَّبِينَ (৬০) إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (৬১) لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ○

বিমু'আয্যাবীন। ৬০। ইন্না হা-যা- লাহুওয়াল্ ফাওযুল 'আজীম। ৬১। লিমিছ্লি হা-যা- ফাল্ ই'য়ামালিল্ 'আ-মিলূন।
তো আর শাস্তি পাব না? (৬০) (জান্নাতীদের জন্য) এটাতো বিরাট সফলতা। (৬১) এরূপ সাফল্য লাভের জন্য কর্মশীলদের সাধনা করা উচিত।

(৬২) أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (৬৩) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ○

৬২। আযা-লিকা খাইরুন্ নুযুলান্ আম্ শাজ্বারাতুয্ যাক্কূম। ৬৩। ইন্না- জ্বা'আল্না-হা- ফিত্নাতাল্ লিজ্জা-লিমীন।
(৬২) আতিথেয়তার জন্য কি এটাই উত্তম, না যাক্কুম বৃক্ষ? (৬৩) আমি এটা জালিমদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ বানিয়ে রেখেছি।

(৬৪) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (৬৫) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ○

৬৪। ইন্নাহা- শাজ্বারাতুন্ তাখ্রুজু ফী~আস্বলিল্ জ্বাহীম। ৬৫। ত্বাল্'উহা- কাআন্নাহূ রুঊসুশ্ শায়া-ত্বীন।
(৬৪) এ (যাক্কুম) বৃক্ষ জাহান্নামের (তল) দেশ থেকে উৎপন্ন হয়। (৬৫) যার গুচ্ছ (শাখা) শয়তানের মাথার মত।

(৬৬) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (৬৭) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا

৬৬। ফাইন্নাহুম লাআ-কিলূনা মিন্হা- ফামা-লিউনা মিন্হাল্ বুতূন। ৬৭। ছুম্মা ইন্না লাহুম 'আলাইহা- লাশাওবাম্
(৬৬) তারা (জাহান্নামীরা) সে বৃক্ষ থেকেই খাবে এবং তা দিয়েই উদর পূর্ণ করবে। (৬৭) অতঃপর তাদের (পিপাসা মিটানোর) জন্য থাকবে গরম

مِنْ حَمِيمٍ (৬৮) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (৬৯) إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ○

মিন্ হ্বামীম। ৬৮। ছুম্মা ইন্না মারজ্বি'আহুম্ লাইলাল্ জ্বাহীম। ৬৯। ইন্নাহুম্ আল্ফাও আ-বা—আহুম্ দ্বা—ল্লীন।
পানির মিশ্রণ। (৬৮) এবং তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল হবে জাহান্নামেরই দিকে। (৬৯) নিশ্চয়ই তারা তাদের পিতৃ পুরুষদেরকে পেয়েছিল বিভ্রান্ত অবস্থায়।

(৭০) فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (৭১) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (৭২) وَلَقَدْ

৭০। ফাহুম্ 'আলা~আ-ছা-রিহিম্ ইউহ্রা'উন। ৭১। ওয়া লাক্বাদ্ দ্বাল্লা ক্বাব্লাহুম্ আক্ছারুল্ আওয়ালীন ৭২। ওয়া লাক্বাদ্
(৭০) এবং তারা তাদের পদ চিহ্নের উপর দৌড়াতে ছিল। (৭১) তাদের পূর্বেও অনেক লোক, বিভ্রান্ত হয়েছিল অতীতের (৭২) এবং আমি তাদের মাঝে

أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ (৭৩) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (৭৪) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ

আর্সালনা- ফীহিম্ মুন্যিরীন। ৭৩। ফান্জুর্ কাইফা কা-না 'আক্বিবাতুল মুন্যারীন। ৭৪। ইল্লা- 'ইবা-দাল্লা-হিল্
ভীতি প্রদর্শনকারী (নবী) প্রেরণ করেছিলাম। (৭৩) এখন দেখ তাদের পরিণাম (শাস্তি) কেমন হয়েছিল, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। (৭৪) কিন্তু আল্লাহর একনিষ্ঠ

الْمُخْلَصِينَ (৭৫) وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (৭৬) وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ع ২ রুকূ

মুখ্লাস্বীন। ৭৫। ওয়ালা ক্বাদ্ না-দা-না- নূহুন্ ফালা'নিমাল্ মুজীবূন। ৭৬। ওয়া নাজ্জ্বাইনা-হু ওয়া আহ্লাহূ
বান্দাদের ব্যতীত। (৭৫) আমাকে নূহ ডেকেছিলেন, আমি কত উত্তম জবাব দাতা। (৭৬) আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনদেরকে কঠিন মসিবত

✪ টীকা (আঃ ৬০) ঃ অর্থাৎ, আনন্দের আবেগে বলবে, আল্লাহ যাবতীয় বিপদ ও কষ্ট হতে তাকে মুক্তি দিয়ে চিরতরে নিশ্চিন্ত করেছেন। (বঃ কোঃ)
✪ টীকা (আঃ ৬৪) ঃ বায়যাবী (র) লিখেছেন, যাক্কুম বৃক্ষের পাতাগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং দুর্গন্ধময় তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট। মোহরা' এবং 'সিজ্ন' গাছ প্রায় এর সদৃশ। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৬৫) ঃ কেননা, তারা এর অস্তিত্ব অবিশ্বাস করে এবং বিদ্রুপ করে বলে, 'যাক্কুম' অর্থ মাখন ও খোরমা, এটা তো খুব সুস্বাদু। আরও বলে যে, 'যাক্কুম' বৃক্ষ হলে অগ্নিতে উৎপন্ন হয় কিরূপে? সম্মুখে এর উত্তর আসছে। (বঃ কোঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৭৬) ঃ ......أهله - পরিবার দ্বারা বুঝানো হয়েছে, হযরত নূহের (আ) প্রতি ঈমান গ্রহণকারীগণকে। তাঁর পরিবার-পরিজনের মধ্যে যারা মুমিন তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। الكرب العظيم - (মহা বিপদ) অর্থাৎ মহা তুফান। যাতে হযরত নূহের (আ) সম্প্রদায় (যারা মুমিন ছিল না) নিমজ্জিত হয়েছিল। (কুঃ কারীম)

مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٧﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي

মিনাল্ কার্বিল্ 'আজীম। ৭৭। ওয়া জ্বা'আল্না- যুর্রিয়্যাতাহূ হুমুল্ বা-ক্বীন। ৭৮। ওয়া তারাক্না- 'আলাইহি ফিল্

থেকে রক্ষা করেছিলাম। (৭৭) এবং আমি তার সন্তানদেরকে (বংশজারী রাখায়) বাকি রেখেছি। (৭৮) আমি জারী রেখেছি পরবর্তীদের মধ্যে

الْآخِرِينَ ﴿٧٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○

আ-খিরীন। ৭৯। সালা-মুন্ 'আলা- নূহিন্ ফিল্ 'আ-লামীন। ৮০। ইন্না- কাযা-লিকা নাজ্যিল্ মুহ্সিনীন।

তার উত্তম আলোচনা, (৭৯) সারা জাহানে নূহের প্রতি 'সালাম' (শান্তি) বর্ষিত হোক। (৮০) নিশ্চয়ই আমি এভাবে পুণ্যবানদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

﴿٨١﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٢﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٨٣﴾ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ

৮১। ইন্নাহূ মিন্ 'ইবা-দিনাল্ মু'মিনীন। ৮২। ছুম্মা আগ্রাক্বনাল্ আ-খারীন। ৮৩। ওয়া ইন্না মিন্ শী'আতিহী

(৮১) সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। (৮২) অতঃপর আমি অন্য সবকে ডুবিয়ে দিলাম। (৮৩) ইবরাহীম তো নূহের অনুসারীদের

لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٤﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٥﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا

লাইব্রা-হীম। ৮৪। ইয্ জ্বা—আ রাব্বাহূ বিক্বাল্বিন্ সালীম। ৮৫। ইয্ ক্বা-লা লিআবীহি ওয়া ক্বাওমিহী মা-যা-

অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৮৪) স্মরণ করুন! যখন সে তার রবের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন পবিত্র আত্মা নিয়ে, (৮৫) যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কিসের

تَعْبُدُونَ ﴿٨٦﴾ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٧﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

তা'বুদূন। ৮৬। আইফ্কান্ আ-লিহাতান্ দূনাল্লা-হি তুরীদূন। ৮৭। ফামা- জান্নুকুম্ বিরাব্বিল্ 'আ-লামীন।

ইবাদত (পূজা) করছ? (৮৬) তোমরা কি মিথ্যা মাবুদকে চাও, আল্লাহর পরিবর্তে? (৮৭) তোমাদের সারা'জাহানের প্রতিপালক (আল্লাহ) সম্পর্কে কি ধারণা?

﴿٨٨﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٩﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٩٠﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ○

৮৮। ফানাজারা নাজ্রাতান্ ফিন্ নুজুম। ৮৯। ফাক্বা-লা ইন্নী সাক্বীম। ৯০। ফাতাওয়াল্লাও 'আন্হু মুদ্বিরীন।

(৮৮) অতঃপর সে তারকাগুলোর প্রতি একবার তাকালেন। (৮৯) অতঃপর সে বললেন, নিশ্চয়ই আমি ব্যাধিগ্রস্ত। (৯০) একথায় তারা সব (তাকে রেখে) চলে গেল।

ওয়াক্বফে গোফরান

○ টীকা (আঃ ৯০) ঃ এস্থলে কতিপয় মর্যাদাসম্পন্ন অধ্যবসায়ী ভয় প্রদর্শনকারী প্রেরিত মহাপুরুষগণের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে; যাতে দুষ্টবুদ্ধি মক্কাবাসীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যবসায়ী মহাপুরুষদ্বয় হযরত নূহ (আ) ও হযরত ইবরাহিম (আ)-এর জীবনেতিহাস সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ হযরত নূহ (আ)-এর ঘটনার সাথে হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর যুগের ঘটনার বিশেষ সামঞ্জস্য রয়েছে। হযরত নূহ (আ)-এর যুগে জগৎব্যাপী অধর্ম অনাচারের প্রবল স্রোত চলতেছিল, এর গতিরোধ করার জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি দেশবাসীকে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত স ৎপথে আহ্বান করে যখন অকৃতকার্য্য হয়েছিলেন, তখন তাঁর কতিপয় অনুগামী ব্যতীত তারা সকলেই মহাপ্লাবনে পতিত হয়ে নিমজ্জিত হল। উদ্ধার প্রাপ্তগণের বংশধর অবশিষ্ট রয়ে গেল। হযরত নূহ (আ)-এর সত্যসাধনার কথা লোকে বিস্মৃত হয় না, এখনও তাঁর প্রতি সালাম প্রেরিত হয়। মহাপুরুষ হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর আবির্ভাবের যুগেও জগতের লোক অনুরূপ অধর্ম অনাচার কল্পিত উপাস্যের আরাধনা উপাসনা প্রভৃতি গর্হিত কার্যে লিপ্ত ছিল। তাদের পাপব্যধির আশু সুচিকিৎসার জন্য পারদর্শী বিজ্ঞ চিকিৎসকরূপে হযরত মহানবী (সা) প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর ত্রুটিহীন সুচিকিৎসা অল্পদিনের মধ্যে সুফলপ্রসূ হল। নূহ (আ)-এর যুগে বিধর্মীরা নিমজ্জিত হয়েছিল। আর হযরত নবী করীম (সা)-এর যুগে লোক ধ্বংস হতে পরিত্রাণ পেয়ে ধর্মালোকে তাদের হৃদয়াকাশ সমুদ্ভাসিত হল। জাহাজারোহী মুষ্টিময় লোক হযরত নূহ (আ)-এর শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করেছিল; পক্ষান্তরে বিশ্বের কোটি কোটি লোক হযরত মহানবী (সা)-এর ত্রুটিহীন সুশিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছে। তন্মধ্যে যারা তাঁর অনুপম শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করেছে তারা সফলকাম হয়েছে এবং যারা অমান্য করে সত্যদ্রোহীতা করেছে তারা নিষ্ট হয়েছে। হযরত নূহ (আ)-এর যুগের লোকদের পরিত্রাণপথ বা জাহাজ ছিল কাষ্ঠ নির্মিত আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জাহাজ হচ্ছে সুশিক্ষা প্রাপ্ত তাঁর প্রিয় সহচরগণ ও জ্ঞানগর্ভ পবিত্র কোরআন যা কেয়ামত পর্যন্ত অটুট থাকবে।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ হযরত ইবরাহীমের (আ)। তাঁর সম্প্রদায় এমন কি জন্মদাতা পিতাও ঘোর পৌত্তলিক ছিল। তাঁরা মূর্তি ও নক্ষত্র পুঞ্জের পূজা করত। তিনি তাদের ঐ সমস্ত কল্পিত শক্তিহীন উপাস্যসমূহের অসারতা যুক্তিসহকারে প্রতিপন্ন করে তাদেরকে ধর্ম পথে আহ্বান করতে লাগলেন। কিন্তু তারা তাকে মান্য করল না, উপরন্তু তাকে বিবিধ প্রকারে উৎপীড়ন করতে বদ্ধ পরিকর হল। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে তাঁকে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ তা'আলা তাকে তা থেকে উদ্ধার করলেন অবশেষে তিনি শামদেশ অভিমুখে রওয়ানা হলেন। (কুঃ কারীম)

فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩٢﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ﴿٩٣﴾ فَرَاغَ

৯১। ফারা-গা ইলা ~আ-লিহাতিহিম্ ফাক্বা-লা আলা- তা'কুলূন। ৯২। মা-লাকুম লা- তান্‌ত্বিকূন। ৯৩। ফারা-গা

(৯১) অতঃপর তিনি তাদের দেবতাদের কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমরা খাদ্য গ্রহণ কর না কেন?' (৯২) 'তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা কথা বল না?' (৯৩) এরপর

عَلَيْهِمْ ضَرْبًۢا بِٱلْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوٓا۟ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾

'আলাইহিম্ দ্বারবাম্ বিল্ ইয়ামীন। ৯৪। ফাআক্বালূ~ইলাইহি ইয়াযিফ্‌ফূন। ৯৫। ক্বা-লা আতা'বুদূনা মা- তান্‌হিতূন।

তিনি তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে সবলে আঘাত হানলেন। (৯৪) লোকেরা তার দিকে ছুটে এল। (৯৫) তিনি বললেন, 'তোমরা তো স্বহস্তে নির্মিত প্রস্তর মূর্তির পূজা কর?'

وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا۟ ٱبْنُوا۟ لَهُۥ بُنْيَٰنًا فَأَلْقُوهُ فِى ٱلْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾

৯৬। ওয়াল্লা-হু খালাক্বাকুম্ ওয়ামা- তা'মালূন। ৯৭। ক্বা-লুব্ নূ লাহূ বুন্‌ইয়া-নান্ ফাআলক্বূহু ফিল্ জ্বাহীম।

(৯৬) 'আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের তৈরী বস্তুকেও সৃষ্টি করেছেন।' (৯৭) তারা বলল, 'অগ্নিকুন্ড বানাও, অতঃপর একে অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।'

فَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًا فَجَعَلْنَٰهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّى

৯৮। ফাআরা-দূ বিহী কাইদান্ ফাজ্বা'আল্‌না- হুমুল্ আস্‌ফালীন। ৯৯। ওয়া ক্বা-লা ইন্নী যা-হিবুন্ ইলা- রাব্বী

(৯৮) তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে অতি নীচ করে দিলাম। (৯৯) এবং তিনি বলেছিলেন, আমিতো আমার রবের দিকে চললাম, নিশ্চয়ই তিনি

سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِى مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا

সাইয়াহ্‌দীন। ১০০। রাব্বি হাব্‌লী মিনাস্ব স্বা-লিহীন। ১০১। ফাবাশ্‌শার্‌না-হু বিগুলা-মিন্ হ্বালীম। ১০২। ফালাম্মা-

আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন। (১০০) হে আমার রব! আমাকে একটি নেক সন্তান দান করুন। (১০১) অতঃপর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম একটি সহিষ্ণু পুত্রের। (১০২) যখন

بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّىٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ

বালাগা মা'আহুস্ 'সাইয়া ক্বা-লা ইয়া- বুনাইয়্যা ইন্নী ~আরা-ফিল্ মানা-মি আন্নী~আয্‌বাহুকা ফান্‌জুর্

সে সন্তান, তার পিতার সাথে চলা ফেরার মত বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। এখন তুমি চিন্তা করে বল,

مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ

মা-যা- তারা-; ক্বা-লা ইয়া~আবাতিফ্ 'আল্ মা- তু'মারু, সাতাজ্বিদুনী~ইন্‌শা—আল লা-হু মিনাস্ব

এ ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্ত কি? সে (পুত্র) বললেন, হে আমার আব্বা! যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে ভাবেই করুন। আপনি আমাকে পাবেন ধৈর্য্যশীল হিসেবে, যদি আল্লাহ

ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَٰدَيْنَٰهُ أَن يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ﴿١٠٤﴾

স্বা-বিরীন্। ১০৩। ফালাম্মা ~আস্‌লামা- ওয়া তাল্লাহূ লিল্‌জ্বাবীন। ১০৪। ওয়ানা- দাইনা-হু আইঁ ইয়া~ইব্‌রা-হীম।

ইচ্ছা করেন, (১০৩) যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রদর্শন করলেন এবং তিনি তার পুত্রকে কাত করে শোয়াইলেন, (১০৪) তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, 'হে ইবরাহীম!

قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَآ ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ

১০৫। ক্বাদ্ স্বাদ্দাক্বতার্ রু'ইয়া- ইন্না- কাযা-লিকা নাজ্বযিল্ মুহ্‌সিনীন। ১০৬। ইন্না হা-যা- লাহুওয়াল্

(১০৫) আপনি আপনার স্বপ্ন সত্যিকার ভাবেই বাস্তবায়ন করেছেন। এভাবেই আমি পুণ্যবানদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১০৬) নিশ্চয়ই এটা ছিল একটি

الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝

বালা—উল্ মুবীন। ১০৭। ওয়া ফাদাইনা-হু বিযিব্হিন্ 'আজীম। ১০৮। ওয়া তারাক্না- 'আলাইহি ফিল্ আ-খিরীন।

প্রকাশ্য পরীক্ষা। (১০৭) এবং আমি তার যবেহর বিনিময়, বড় একটি যবেহর পশু দিয়ে দিলাম। (১০৮) এবং তার উত্তম আলোচনা পরবর্তীদের মাঝেও জারী রেখেছি।

﴿١٠٨﴾ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿١٠٩﴾ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٠﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১০৯। সালা-মুন্ 'আলা~ইব্রা-হীম। ১১০। কাযা-লিকা নাজ্যিল্ মুহ্সিনীন। ১১১। ইন্নাহূ মিন্ 'ইবা-দিনাল্ মু'মিনীন।

(১০৯) সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক ইবরাহীমের প্রতি। (১১০) আমি এভাবেই পুণ্যবানদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১১১) সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের মধ্য হতে।

﴿١١١﴾ وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٢﴾ وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ؕ

১১২। ওয়া বাশ্শার্না-হু বিইস্হা-ক্বা নাবিয়্যাম্ মিনাস্ব স্বা-লিহীন। ১১৩। ওয়া বা-রাক্না- 'আলাইহি ওয়া 'আলা~ইস্হা-ক্বা ;

(১১২) আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাক সম্পর্কে, যিনি নবী হয়ে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (১১৩) আমি তার প্রতি বরকত নাযিল করেছিলাম এবং তার (পুত্র)

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ﴿١١٣﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى

ع ৩ ৭ রুকূ

ওয়া মিন্ যুর্রিয়্যাতিহিমা- মুহ্সিনুওঁ ওয়া জা-লিমুল্ লিনাফ্সিহী মুবীন। ১১৪। ওয়া লাক্বাদ্ মানান্না- 'আলা- মূসা-

ইসহাকের উপরও এবং তাদের বংশের মধ্য হতে পুণ্যবান এবং কতক নিজের প্রতি প্রকাশ্য জুলুমকারী। (১১৪) আমি মূসা ও হারুনের প্রতি (নবুওয়াত দান করে)

وَهٰرُوْنَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ

ওয়া হা-রূন। ১১৫। ওয়া নাজ্জাইনা-হুমা- ওয়া ক্বাওমাহুমা- মিনাল্ কার্বিল্ 'আজীম। ১১৬। ওয়া নাস্বার্না- হুম ফাকা-নূ হুমুল্

অনুগ্রহ করেছিলাম (১১৫) এবং আমি রক্ষা করেছিলাম তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি থেকে। (১১৬) এবং আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম ফলে তারা

الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٦﴾ وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝

গা-লিবীন। ১১৭। ওয়া আ-তাইনা- হুমাল্ কিতা-বাল্ মুস্তাবীন। ১১৮। ওয়া হাদাইনা- হুমাস্ব স্বিরা-ত্বাল্ মুস্তাক্বীম।

বিজয়ী হয়েছিলেন। (১১৭) আমি তাদের উভয়কে প্রদান করেছিলাম সু-স্পষ্ট কিতাব। (১১৮) এবং আমি তাদের উভয়কে সরল পথ প্রদর্শন করেছিলাম।

﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١١٩﴾ سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٠﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ

১১৯। ওয়া তারাক্না- 'আলাইহিমা- ফিল্ আ-খিরীন। ১২০। সালা-মুন্ 'আলা- মূসা- ওয়া হা-রূন। ১২১। ইন্না- কাযা-লিকা

(১১৯) এবং আমি তাদের উভয়ের প্রশংসা (জারী) রেখেছি পরবর্তীদের মাঝে। (১২০) মূসা ও হারুনের প্রতি সালাম (শান্তি)। (১২১) আমি এভাবেই পুন্যবানদেরকে

نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢١﴾ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾ وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ

নাজ্যিল্ মুহ্সিনীন। ১২২। ইন্নাহুমা- মিন্ 'ইবা-দিনাল্ মু'মিনীন। ১২৩। ওয়া ইন্না ইল্ইয়া-সা লামিনাল্

প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১২২) তারা উভয়ই ছিলেন আমার মুমিন বান্দাদের মধ্য হতে। (১২৩) ইলিয়াসও ছিলেন রাসূলগণেরই

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০৭) ঃ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ - বড় যবেহ একটি ভেড়া ছিল। যেটি আল্লাহ তায়ালা জান্নাত থেকে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে প্রেরণ করেছিলেন। (ইবন কাসীর) ○ টীকা (আঃ ১০৭) ঃ কেহ বলেন, এ জন্তুটি একটি সাধারণ দুম্বা ছিল। আকারে বড় বলে عَظِيْم - (শ্রেষ্ঠ) বলা হয়েছে। আবার কেহ বলেন, বেহেশত থেকে প্রেরিত হয়েছিল। আর বেহেশতী বলে عَظِيْم শব্দে সম্মানিত বুঝান হয়েছে। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১১৩) ঃ তন্মধ্যে একটি এই যে, তাঁদের বংশ খুব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাঁদের বংশে বহু সংখ্যক নবী হয়েছিলেন। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১১৪) ঃ এতে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আদী-পুরুষ বুযুর্গ হলে তাতে সন্তানের কোনই কাজ হয় না, যদি তারা নিজেরা ঈমান হতে বঞ্চিত থাকে। এতে ইহুদী সম্প্রদায়ের আলেমদের দর্শন চূর্ণ হয়ে গেল। (বঃ কোঃ)

ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ

মুরসালীন। ১২৪। ইয্ ক্বা-লা লিক্বাওমিহী~আলা- তাত্তাকুন। ১২৫। আতাদ্'উনা 'বালাওঁ ওয়া তাযারূনা আহ্সানাল্

একজন। (১২৪) যখন সে তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করনা? (১২৫) তোমরা কি বা'আলকে পূজা করবে? এবং শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টিকর্তাকে পরিত্যাগ

ٱلْخَٰلِقِينَ ﴿١٢٥﴾ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ

খা-লিক্বীন। ১২৬। আল্লা-হা রাব্বাকুম ওয়া রাব্বা আ-বা—ইকুমুল্ আওয়্যালীন। ১২৭। ফাকায্যাবূহু ফাইন্নাহুম

করছে? (১২৬) আল্লাহ, যিনি তোমাদের রব, এবং রব তোমাদের পূর্ব পিতৃপুরুষদের। (১২৭) তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, সুতরাং তাদেরকে (শাস্তির জন্য) উপস্থিত

لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْءَاخِرِينَ ○

লামুহ্দ্বারূন। ১২৮। ইল্লা- 'ইবা-দাল্লা-হিল্ মুখলাস্বীন। ১২৯। ওয়া তারাক্না- 'আলাইহি ফিল্ আ-খিরীন।

করা হবেই। (১২৮) তবে আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ ব্যতীত। (১২৯) আমি তাদের প্রশংসা পরবর্তীগণের মাঝে জারী রেখেছি।

﴿١٢٩﴾ سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِلْ يَاسِينَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا

১৩০। সালা-মুন্ 'আলা~ইল ইয়া-সীন। ১৩১। ইন্না- কাযা-লিকা নাজ্যিল্ মুহ্সিনীন। ১৩২। ইন্নাহূ মিন্ 'ইবা-দিনাল্

(১৩০) ইলিয়াসের উপর সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক। (১৩১) এমনিইভাবে আমি পুণ্যবানদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১৩২) সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের

ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ نَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ○

মু'মিনীন। ১৩৩। ওয়া ইন্না লূত্বাল্ লামিনাল্ মুরসালীন। ১৩৪। ইয্ নাজ্জাইনা-হু ওয়া আহ্লাহূ~আজ্মা'ঈন।

মধ্য হতে। (১৩৩) লূতও ছিলেন রাসূলদের একজন। (১৩৪) আমি রক্ষা করেছিলাম তাকে ও তার পরিবার-পরিজনের সকলকে,

﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِى ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْءَاخَرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ

১৩৫। ইল্লা- 'আজূযান্ ফিল্ গা-বিরীন। ১৩৬। ছুম্মা দাম্মার্নাল্ আ-খারীন। ১৩৭। ওয়া ইন্নাকুম লাতামুর্রূনা

(১৩৫) শুধু সে বৃদ্ধা ব্যতীত, যে পেছনে অবস্থানকারীদের মধ্যে ছিল। (১৩৬) অতঃপর আমি অন্যদেরকে ধ্বংস করেছিলাম। (১৩৭) আর তোমরা তো অবশ্যই (তাদের ধংসের)

عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِٱلَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ○ ৪ ع ২৫ ৮ রুকূ

'আলাইহিম্ মুস্বিহীন। ১৩৮। ওয়া বিল্লাইলি ; আফালা- 'তাক্বিলূন। ১৩৯। ওয়া ইন্না ইউনুসা লামিনাল্ মুরসালীন।

সে স্থানগুলো হতে চলাফেরা করে থাক সকাল ও (১৩৮) সন্ধ্যায়; এরপরেও কি তোমাদের জ্ঞান হয় না? (১৩৯) এবং ইউনুস, সে রাসূলগণের মধ্য হতেই একজন।

﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ○

১৪০। ইয্ আবাক্বা ইলাল্ ফুল্কিল্ মাশ্হূন। ১৪১। ফাসা- হামা ফাকা-না মিনাল্ মুদ্হাদ্বীন।

(১৪০) স্মরণ করুন! যখন সে পলায়ন করে বোঝাইকৃত নৌকায় পৌছল, (১৪১) অতঃপর তারা (নৌকার লোকেরা) কোরা লটারী ধরল, তাতে ইউনুস পরাজিত হল।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১২৫) ঃ ....بعلا - বা'আল একটি প্রতিমার নাম। যেটি চার মুখ বিশিষ্ট ছিল এবং ত্রিশ গজ উঁচু ছিল। (তাঃ কাদেরী)
✪ টীকা (আঃ ১২৬) ঃ কেননা, অপর নির্মাতাগণ শুধু কোন কোন বস্তুকে সংমিশ্রিত ও সংযোজিত করতে পারে। তাও ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত পদার্থকে নূতন করে সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং সে নির্মাতাগণ তাদের নির্মিত পদার্থে প্রাণ দান করতে পারে না। আর আল্লাহ প্রাণ দান করে থাকেন। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ১৩৮) ঃ প্রাতঃকাল এবং রাত্রিকালের উল্লেখ এ জন্য করা হয়েছে যে, আরব দেশে প্রায়শঃ রাত্রির প্রথম হতে ভোর পর্যন্ত ভ্রমণ করারই অভ্যাস। লূত সম্প্রদায়ের বিধ্বস্ত স্থান হতে যদি যাত্রার মনযিল আরম্ভ হয়ে থাকে, তবে পথিকগণ রাত্রিকালে তা অতিক্রম করবে, আর যদি ঐ স্থানটিতে মনযিল শেষ হয়ে থাকে, তবে প্রাতঃকালে তা অতিক্রম করবে। (বঃ কোঃ)

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ

১৪২। ফাল্‌তাক্বামাহুল্ হুতু ওয়া হুওয়া মুলীম। ১৪৩। ফালাওলা~আন্নাহূ কা-না মিনাল মুসাব্বিহীন। ১৪৪। লালাবিছা

(১৪২) অতঃপর মাছ তাকে একেবারেই গলাধঃকরণ করল এবং সে তখন নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগলেন। (১৪৩) সে যদি তাসবীহ পাঠ না করতেন, (১৪৪) তবে

فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنْبَتْنَا

ফী বাত্বনিহী~ইলা- ইয়াওমি ইউব্'আছূন। ১৪৫। ফানাবায্‌না-হু বিল্ 'আরা—ই ওয়া হুওয়া সাক্বীম। ১৪৬। ওয়া আম্‌বাত্‌না-

পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতেন। (১৪৫) আমি তাকে (মাছের পেট হতে) ঢেলে দিলাম, একটি তৃণ বিহীন প্রান্তরে তখন সে ছিল পীড়িত। (১৪৬) এবং আমি উৎপন্ন করলাম

عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ فَآمَنُوا

'আলাইহি শাজ্বারাতাম্ মিইঁ ইয়াক্বত্বীন। ১৪৭। ওয়া আর্‌সাল্‌না-হু ইলা- মিআতি আল্‌ফিন্ আও ইয়াযীদূন। ১৪৮। ফাআ-মানূ

তার উপর (ছায়ার জন্য) একটি লাউ গাছ। (১৪৭) অতঃপর আমি তাকে (পুনরায়) প্রেরণ করলাম, এক লক্ষ লোকের দিকে অথবা তার চেয়ে অধিক। (১৪৮) তারা ঈমান

فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٨﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ۝

ফামা'ত্তানা-হুম ইলা- হীন। ১৪৯। ফাস্‌তাফ্‌তিহিম্ আলিরাব্বিকাল্ বানা-তু ওয়া লাহুমুল্ বানূন।

এনেছিল, সুতরাং আমি তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সম্পদ ভোগ করার সুযোগ দিলাম। (১৪৯) হে নবী! তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমার প্রতিপালকের জন্য কি রয়েছে কন্যা সন্তান, আর তাদের জন্য পুত্র সন্তান?

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٤٩﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۝

১৫০। আম্ খালাক্বনাল্ মালা—ইকাতা ইনা-ছাওঁ ওয়া হুম শা-হিদূন। ১৫১। আলা~ইন্নাহুম্ মিন্ ইফ্‌কিহিম লাইয়াক্বূলূন।

(১৫০) অথবা আমি কি ফিরিশতাগণকে নবীরূপে সৃষ্টি করেছি এবং (সৃষ্টি করার সময়) তারা উপস্থিত ছিল? (১৫১) জেনে রাখ, তারা মিথ্যা বানিয়ে বলছে যে,

وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥١﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٢﴾ مَا لَكُمْ

১৫২। ওয়ালাদাল্লা-হু ওয়া ইন্নাহুম্ লাকা-যিবূন। ১৫৩। আস্বত্বাফাল্ বানা-তি 'আলাল্ বানীন। ১৫৪। মা-লাকুম,

(১৫২) আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই ওরা মিথ্যাবাদী। (১৫৩) আল্লাহ কি পুত্রের চেয়ে কন্যাকে বেশী পছন্দ করেন? (১৫৪) তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কি

كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ﴿١٥٦﴾ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ

কাইফা তাহ্‌কুমূন। ১৫৫। আফালা- তাযাক্কারূন। ১৫৬। আম্ লাকুম সুলত্বা-নুম্ মুবীন। ১৫৭। ফা'তূ বিকিতা-বিকুম

ধরনের (অযৌক্তিক) ফয়সালা করছ? (১৫৫) তোমরা কি (এতটুকুও) বুঝনা? (১৫৬) কিংবা তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে? (১৫৭) যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٧﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ

ইন্ কুন্‌তুম্ স্বা-দিক্বীন। ১৫৮। ওয়াজ্বা'আলূ বাইনাহূ ওয়া বাইনাল্ জিন্নাতি নাসাবান ; ওয়া লাক্বাদ্ 'আলিমাতিল্ জিন্নাতু

থাক, তবে তোমাদের কিতাব নিয়ে আস। (১৫৮) তারা (কাফিরেরা) নির্ধারণ করেছে, আল্লাহ ও জীনদের মধ্যেও আত্মীয়তা। অথচ জীনেরা অবশ্যই জানে যে,

✪ টীকা (আঃ ১৪৬) ঃ লাউ-এর প্রকৃতিগত এরূপ গুণ আছে। এর পাতার ছায়ায় মক্ষিকা আসতে পারে না মৎস্যদ্বারা গ্রাসিত হযরত ইউনুছ (আ) যখন তার উদর হতে বহির্গত হয়েছিলেন, তখন তাঁর দেহস্থ চর্মের উপরিভাগ এরূপ ক্ষয় হয়েছিল যে, তাতে মক্ষিকা বসলে ক্ষত হয়ে পড়ত। একারণে মক্ষিকার উপদ্রব নিবারণে লাউ গাছের উৎপত্তি হয়েছিল। ✪ টীকা (আঃ ১৪৭) ঃ তিনি নিনুয়া শহরে ধর্ম প্রচার করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। তা মোসেল নগরীর নিকটবর্তী এক শহর ছিল। আবী ইবনে কা'ব বর্ণিত হাদীস মোতাবেক এর লোক সংখ্যা এক লক্ষ বিশ সহস্র ছিল।

إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ

ইন্নাহুম্ লামুহ্‌দ্বারূন। ১৫৯। সুব্‌হা-নাল্লা-হি 'আম্মা- ইয়াস্বিফূন। ১৬০। ইল্লা- 'ইবা-দাল্লা-হিল্ মুখ্‌লাস্বীন।

তাদের উপস্থিত করা হবেই। (১৫৯) আল্লাহ পবিত্র সে সব কথা থেকে তার যা বলে। (১৬০) কিন্তু যারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা তারা এর থেকে ভিন্ন।

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ

১৬১। ফাইন্নাকুম্ ওয়ামা- তা'বুদূন। ১৬২। মা~আনতুম্ 'আলাইহি বিফা-তিনীন। ১৬৩। ইল্লা- মান্ হুওয়া স্বা-লিল্ জ্বাহীম।

(১৬১) তোমরা এবং তোমাদের উপাস্যরা- (১৬২) কেউ আল্লাহর সম্পর্কে কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। (১৬৩) কেবল পারবে যারা জাহান্নামে যাবে তাদেরকে।

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ

১৬৪। ওয়ামা- মিন্না~ইল্লা-লাহূ মাক্বা-মুম্ 'মালূম। ১৬৫। ওয়া ইন্না- লানাহ্‌নুস্ব স্বা—ফ্‌ফূন। ১৬৬। ওয়া ইন্না- লানাহ্‌নুল্

(১৬৪) (ফিরিশতাগণের কথা) আমাদের প্রত্যেকের জন্যই তো জায়গা নির্ধারিত। (১৬৫) আমরাতো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো থাকি। (১৬৬) আমরা নিশ্চয়ই আল্লাহর

الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ

মুসাব্বিহূন। ১৬৭। ওয়া ইন্ কা-নূ লাইয়াকূলূন। ১৬৮। লাও আন্না 'ইন্‌দানা- যিক্‌রাম্ মিনাল্ আওয়্যালীন।

তাসবীহ বর্ণনাকারী। (১৬৭) তারা (কাফিরেরা) তো বলে আসছে যে, (১৬৮) যদি আমাদের কাছে পূর্ববর্তীদের ন্যায় কোন উপদেশ (কিতাব) আসত,

لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ

১৬৯। লাকুন্না- 'ইবা-দাল্লা-হিল্ মুখ্‌লাস্বীন। ১৭০। ফাকাফারূ বিহী ফাসাওফা ই'য়ালামূন। ১৭১। ওয়া লাক্বাদ্ সাবাক্বাত্

(১৬৯) অবশ্যই আমরা আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতাম। (১৭০) কিন্তু তারা কুরআনের সাথে কুফরী করল, অতি শীঘ্রই তারা এর পরিণাম জানতে পারবে। (১৭১) আমার প্রেরিত

كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ

কালিমাতুনা- লি'ইবা-দিনাল্ মুরসালীন। ১৭২। ইন্নাহুম লাহুমুল মান্‌স্বূরূন। ১৭৩। ওয়া ইন্না জুন্‌দানা- লাহুমুল্

বান্দাদের জন্য আমার (সাহায্যের) কথা পূর্বেই নির্ধারিত। (১৭২) নিশ্চয়ই তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে। (১৭৩) আর নিশ্চয়ই আমার বাহিনী (মুমিনগণ) বিজয়ী

الْغٰلِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا

গা-লিবূন। ১৭৪। ফাতাওয়াল্লা 'আন্‌হুম্ হাত্তা- হ্বীন। ১৭৫। ওয়া আবস্বির্‌হুম ফাসাওফা ইউবস্বিরূন। ১৭৬। আফাবি 'আযা-বিনা-

হবে। (১৭৪) অতএব কিছুকালের জন্য তাদেরকে উপেক্ষা করুন। (১৭৫) লক্ষ করুন, শীঘ্রই তারা এর পরিণাম দেখতে পাবে। (১৭৬) তারা কি আমার শাস্তি দ্রুত কামনা

يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ وَتَوَلَّ

ইয়াস্'তাজিলূন। ১৭৭। ফাইযা- নাযালা বিসা-হ্বাতিহিম্ ফাসা—আ স্বাবা-হুল্ মুন্‌যারীন। ১৭৮। ওয়া তাওয়াল্লা

করে? (১৭৭) যখন শাস্তি তাদের ঘরের আঙ্গিনায় নাযিল হবে, তখন তাদের প্রাতঃকাল অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাবে, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল। (১৭৮) সুতরাং আপনি কিছু

عَنْهُمْ حَتّٰى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ

'আন্‌হুম্ হাত্তা- হ্বীন। ১৭৯। ওয়া আবস্বির্ ফাসাওফা ইউবস্বিরূন। ১৮০। সুব্‌হা-না রাব্বিকা রাব্বিল্ 'ইয্‌যাতি

দিনের জন্য তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকুন, (১৭৯) এবং আপনি তাদেরকে দেখতে থাকুন, শীঘ্রই তারা (কুফরীর শাস্তি) দেখতে পাবে। (১৮০) আপনি তারা যা বলে তা থেকে

عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ

৫ ৪৪ ৯ রুকূ

'আম্মা- ইয়াস্বিফূন। ১৮১। ওয়া- সালা-মুন্ 'আলাল মুরসালীন। ১৮২। ওয়াল্ হাম্‌দু লিল্লা-হি রাব্বিল্ 'আ-লামীন।

আপনার প্রতিপালক পবিত্র, যিনি মহা সম্মানিত। (১৮১) রাসূলগণের প্রতি সালাম (১৮২) এবং সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক।

সূরা ছোয়াদ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৮৮
রুকূ ঃ ৫

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِي الذِّكْرِ ۝١ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ۝٢ كَمْ اَهْلَكْنَا

১। স্বা—দ্ ওয়াল্ কুরআ-নি যিয্ যিক্‌রি। ২। বালিল্লাযীনা কাফারূ ফী 'ইয্যাতিওঁ ওয়া শিক্বা-ক্ব। ৩। কাম্ আহ্‌লাক্‌না-

(১) সা-দ, উপদেশপূর্ণ কুরআনের শপথ। (২) কিন্তু কাফিরেরা অহংকার ও (দ্বীনের) বিরোধিতার মধ্যে রয়েছে। (৩) তাদের পূর্বে আমি ধ্বংস

مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۝٣ وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ

মিন্ ক্বাব্‌লিহিম মিন ক্বারনিন্ ফানা-দাওঁ ওয়ালা-তা হ্বীনা মানা-স্ব। ৪। ওয়া 'আজ্বিবূ~আন্ জ্বা—আহুম্ মুন্‌যিরুম্

করেছি বহু জাতিকে, তখন তারা চীৎকার করে ডেকেছিল, কিন্তু সে সময় পলায়ন করার কোনই সুযোগ ছিল না। (৪) আর কাফিরেরা আশ্চর্য হয়েছে যে, তাদের মধ্য হতেই

مِّنْهُمْ ز وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝٤ صلے اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ج صلے

মিন্‌হুম্ ওয়াক্বা-লাল্ কা-ফিরূনা হা-যা- সা-হ্বিরুন্ কায্যা-ব। ৫। আজ্বা'আলাল্ আ-লিহাতা ইলা-হাওঁ ওয়া-হ্বিদান্,

একজন ভীতি প্রদর্শনকারী (রাসূল) এসেছে এবং কাফিরেরা বলে, এ ব্যক্তিতো একজন যাদুকর এবং মিথ্যাবাদী। (৫) সে কি এত মাবূদগুলোকে এক মাবূদ করে দিয়েছে?

اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝٥ وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ج صلے

ইন্না হা-যা- লাশাইউন্ 'উজ্বা-ব্। ৬। ওয়ান্ত্বালাক্বাল্ মালাউ মিন্‌হুম আনিম্‌শূ ওয়াছ্‌বিরূ 'আলা ~আ-লিহাতিকুম,

এটাতো খুবই আশ্চর্যজনক বিষয়। (৬) তাদের নেতারা তাদের (মজলিস) থেকে এ (কথা) বলে চলে গেল যে, চল এবং তোমাদের মাবূদগুলোর উপর তোমরা মজবুত থাক,

اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ ۝٦ صلے مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ج صلے اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝ صلے

ইন্না হা-যা- লাশাইউইঁ ইউরা-দ্ ৭। মা-সামি'না- বিহা-যা- ফিল্ মিল্লাতিল্ আ-খিরাতি, ইন্ হা-যা~ইল্লাখ্ তিলা-ক্ব।

নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। (৭) আমরা তো এরূপ (তাওহীদের) কথা শুনিনি অতীতের ধর্মে, এটা একটা মনগড়া মিথ্যা কথা।

ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ط بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِيْ ج بَلْ لَّمَّا

৮। আ উন্‌যিলা 'আলাইহিয্ যিক্‌রু মিম্ বাইনিনা-; বাল্ হুম্ ফী শাককিম্ মিন্ যিক্‌রী, বাল্ লাম্মা-

(৮) আমাদের (গোত্রের) মধ্য হতে কি তার উপরই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে? প্রকৃত পক্ষে এসব লোকেরা আমার কুরআনের ব্যাপারে, সন্দেহের মধ্যে (রয়েছে) বরং তারা

✪ শানে নুযূল (আঃ ১) ঃ হযরতের পিতৃব্য আবু তালেব পীড়িত হলে কুরাইশ সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি তার নিকটে আসল, রাসূল (স)-ও পদার্পণ করলেন। কুরাইশরা রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে তার নিকট অভিযোগ করল, আবু তালেব বললেন, আপনি কি চান? রাসূল (স) বললেন, আমি চাই, শুধু একটি বাক্য, তদ্দ্বারা সমগ্র আরব দেশ তাদের বশীভূত হবে। সমস্ত অনারব দেশগুলো জিযিয়া কর দিবে। তিনি বললেন, সে বাক্যটি কি? রাসূল (স) বললেন, لا اله الا الله কুরাইশরা বলতে লাগল, নিন, সমস্ত উপাস্যের অস্তিত্ব লোপ করে এক উপাস্য স্থির করে দিল। بل لما يذوقوا العذاب পর্যন্ত আয়াতগুলো এসম্বন্ধে নাযিল হয়। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৪) ঃ মোটকথা, মানুষ হওয়ার কারণে তার নবী হওয়া অসম্ভব। সুতরাং তা দ্বারা যে সমস্ত অলৌকিক কার্য সাধিত হয়, তা মু'জেযা নয়– যাদু। কাজেই সে যা বলছে সমস্তই মিথ্যা। (বঃ কোঃ)

يَذُوقُوا عَذَابِ ۝٩ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝١٠ أَمْ لَهُم

ইয়াযূকূ 'আযা-ব্ । ৯ । আম্ 'ইন্দাহুম খাযা—ইনু রাহ্মাতি রাব্বিকাল্ 'আযীযিল্ ওয়াহ্হা-ব্ । ১০ । আম্ লাহুম্
আমার শাস্তি এখন পর্যন্ত উপভোগ করেনি। (৯) তাদের কাছে কি, আপনার প্রতিপালক, যিনি মহা ক্ষমতাশীল দাতা, তাঁর রহমতের ভান্ডার আছে। (১০) অথবা

مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۝١١ جُندٌ

মুলকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়ামা- বাইনাহুমা-, ফাল্ইয়ার্তাকু ফিল্ আস্বা-ব্ । ১১ । জুন্দুম্
আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবগুলোর মালিকানা কি তাদের? তবে তারা রশি ধরে (আকাশে) উঠে যাক। (১১) (কাফিরদের)

مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ۝١٢ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ

মা- হুনা-লিকা মাহ্যূমুম্ মিনাল্ আহ্যা-ব্ । ১২ । কায্যাবাত্ ক্বাব্লাহুম ক্বাওমু নূহিঁও ওয়া 'আ-দুঁও ওয়া ফির'আওনু
বাহিনী সেখানে পরাজিত দলগুলোর মধ্যেই হবে। (১২) তাদের পূর্বেও নূহ, আদ এবং বহু শিবিরের অধিপতি ফিরআউনের সম্প্রদায়গণ মিথ্যাবাদী

ذُو الْأَوْتَادِ ۝١٣ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لْئَيْكَةِ ۚ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ۝

যুল্ আওতা-দ । ১৩ । ওয়া ছামূদু ওয়া ক্বাওমু লূত্বিঁও ওয়া আস্হ্বা-বুল্ আইকাতি ; উলা—ইকাল্ আহ্যা-ব্ ।
বলেছিল রাসূলগণকে। (১৩) এবং সামুদ ও লূত সম্প্রদায়গণ এবং আয়কা অধিবাসী তারাও ছিল বড় বড় দল।

۝١٤ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝١٥ وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً ١ ع ١٤ ১০ রুকূ

১৪ । ইন্ কুল্লুন্ ইল্লা- কায্যাবার্ রুসুলা ফাহ্বাক্কা 'ইক্বা-ব্ । ১৫ । ওয়ামা- ইয়ান্জুরু হা~উলা—ই ইল্লা- স্বাইহ্বাতাও
(১৪) তারা সবাই রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে (তাদের প্রতি) আমার শাস্তি সত্য পরিণত হয়েছিল। (১৫) তারা তো শুধু একটি আওয়াজের অপেক্ষায় আছে,

وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ۝١٦ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝

ওয়া-হ্বিদাতাম্ মা-লাহা- মিন্ ফাওয়া-ক্ব্ । ১৬ । ওয়া ক্বা-লূ রাব্বানা- 'আজ্জ্বিল্ লানা- ক্বিত্বত্বানা- ক্বাব্লা ইয়াওমিল্ হ্বিসা-ব্ ।
যাতে কোন বিরতি হবে না। (১৬) এবং তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের (কর্ম অনুযায়ী) আমাদের অংশ হিসাব দিবস (কিয়ামত) এর পূর্বেই শীঘ্র দিয়ে দাও।

۝١٧ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝١٨ إِنَّا

১৭ । ইস্বিবির্ 'আলা-মা- ইয়াকূলূনা ওয়ায্কুর 'আব্দানা- দা-উদা যাল্ আইদি, ইন্নাহূ~আওয়্যা-ব্ । ১৮ । ইন্না-
(১৭) (হে নবী!) আপনি তাদের কথায় ধৈর্য্যধারণ করুন এবং আমার বান্দা দাউদের (কথা) স্মরণ করুন, সে খুবই শক্তিশালী ছিল। নিশ্চয়ই সে (দাউদ) ছিল (আল্লাহর দিকে) প্রত্যাবর্তনকারী। (১৮) আমি

سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝١٩ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ

সাখ্খারনাল্ জ্বিবা-লা মা'আহূ ইউসাব্বিহ্বনা বিল্'আশিয়্যি ওয়াল্ ইশ্রা-ক্ব ১৯ । ওয়াত্ব ত্বাইরা মাহ্শূরাতান্ ;
অনুগত করে রেখেছিলাম পাহাড়সমূহকে যে, তার সাথে সকাল ও সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করত (১৯) এবং পাখীগুলোকেও (তার কাছে) একত্রিত করে দিয়েছিলাম,

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০) ঃ ......فليرتقوا - অর্থাৎ রশির মাধ্যমে আকাশে উঠ এবং সেখান থেকে রাসূলুল্লাহর (স) প্রতি ওহী আসার পথ বন্ধ করে দাও। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে অযথা কেন কুরআনের বিরোধিতা করছ? (তাঃ ওসমানী) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১১) ঃ ......جند ما هنالك - আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহকে (সা) সাহায্য এবং কাফিরদের পরাজিত করার ওয়াদা। هنالك দ্বারা বদরের যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। (কুঃ কারীম)
○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৩) ঃ اصحب لئيكة - আইকাবাসী অর্থাৎ হযরত শোয়াবের (আ) সম্প্রদায় ও মাদায়েন জনপদের অধিবাসীগণ।

كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ۝٢٠ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ۝

কুল্লুল্ লাহূ~আওয়্যা-ব্। ২০। ওয়া শাদাদ্না- মুল্কাহূ ওয়া আ-তাইনা-হুল্ হিক্মাতা ওয়া ফাস্বলাল্ খিত্বা-ব্।

সবগুলো তার অনুগত ছিল। (২০) আর আমি মজবুত করে দিয়েছিলাম তার রাজত্ব, এবং তাকে হিকমত এবং শুদ্ধ মীমাংসা করার যোগ্যতা। প্রদান করেছিলাম

۝٢١ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝٢٢ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ

২১। ওয়া হাল্ আতা-কা নাবাউল্ খাস্বমি। ইয্ তাসাওয়ারুল্ মিহ্রা-ব্। ২২। ইয্ দাখালূ 'আলা- দা-উদা

(২১) আপনার কাছে কি সে সব বিবাদকারীদের খবর এসে পৌঁছেছে? যখন তারা ইবাদতখানার প্রাচীর লাফিয়ে আসল, (২২) আর যখন তারা দাউদের কাছে প্রবেশ করল,

فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا

ফাফাযি'আ মিন্হুম্ ক্বা-লূ লা-তাখাফ্, খাস্বমা-নি বাগা- বা'দ্বুনা- 'আলা- 'বাদ্বিন্ ফাহ্কুম্ বাইনানা-

তখন সে ঘাবড়ে গেলেন, তারা বলল, ভয় পাবেন না, আমরা দু'দল বিবাদকারী। আমরা একে অন্যের প্রতি জুলুম করেছি। এখন আমাদের মাঝে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দিন।

بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝٢٣ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ

বিল্হাক্বক্বি ওয়ালা- তুশ্ত্বিত্ব ওয়াহ্দিনা ~ইলা- সাওয়া—ইস্ব স্বিরা-ত্ব। ২৩। ইন্না হা-যা ~আখী, লাহূ তিস্'উওঁ

ফয়সালার মধ্যে অন্যায় করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। (২৩) (তারা একজন বলল) এ আমার (দ্বীনি) ভাই। তার কাছে নিরানব্বইটি

وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۝

ওয়া তিসূ'উনা 'নাজ্বাতাওঁ ওয়া লিয়া 'নাজ্বাতুওঁ ওয়া-হিদাতুন্, ফাক্বা-লা আক্ফিল্নীহা- ওয়া 'আয্যানী ফিল্ খিত্বা-ব্।

দুম্বা আছে, এবং আমার কাছে (মাত্র) একটি দুম্বা আছে। সে আমাকে বলে যে, এটিকেও আমার দায়িত্বে দাও এবং সে কথাবার্তায়ও আমার উপর প্রভাব খাটাচ্ছে।

۝٢٤ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ

২৪। ক্বা-লা লাক্বাদ্ জালামাকা বিসুআ-লি 'নাজ্বাতিকা ইলা- নি'আ-জ্বিহী ; ওয়া ইন্না কাছীরাম্ মিনাল্ খুলাত্বা—ই

(২৪) দাউদ বলল, তার দুম্বাগুলোর সাথে মিলানোর জন্য তোমার (একটি মাত্র) দুম্বা চেয়ে নিশ্চয়ই সে, তোমার প্রতি জুলুম করেছে। এবং অধিকাংশ শরীকদার

لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ

লাইয়াব্গী বা'দ্বুহুম 'আলা- বা'দ্বিন্ ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি ওয়া ক্বালীলুম্

একে অন্যের প্রতি জুলুম করে থাকে, শুধু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে এবং এ ধরনের লোক সংখ্যায় খুবই কম। দাউদ বুঝতে পারল যে,

সিজদাহ

مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝٢٥ فَغَفَرْنَا

মা-হুম ; ওয়া জান্না দা-উদু আন্নামা- ফাতান্না-হু ফাস্তাগ্ফারা রাব্বাহূ ওয়া খার্রা রা-কি'আওঁ ওয়া আনা-ব্। ২৫। ফাগাফারনা-

আমি তাকে পরীক্ষা করেছি। অতঃপর সে তার প্রতিপালকের কাছে মার্জনা প্রার্থনা করল এবং সিজদায় মাথা নত করল এবং আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করল। (২৫) আমি তার

لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ۝٢٦ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ

লাহূ যা-লিকা ; ওয়া ইন্না লাহূ 'ইন্দানা- লাযুল্ফা- ওয়া হুস্না মাআ-ব্। ২৬। ইয়া-দা-উদু ইন্না- জ্বা'আল্না-কা

অপরাধ মার্জনা করে দিলাম। নিশ্চয়ই তার জন্য রয়েছে আমার নিকট মর্যাদা এবং উত্তম ঠিকানা। (২৬) হে দাউদ! আমি আপনাকে পৃথিবীতে

خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ

খালীফাতান্ ফিল্আর্দ্বি ফাহ্কুম্ বাইনান্ না-সি বিল্হাক্কি ওয়ালা- তাত্তাবি'ইল্ হাওয়া- ফা ইউদ্বিল্লাকা

খলীফা বানিয়েছি, আপনি মানুষের মাঝে ন্যায় ভাবে ফয়সালা করুন এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, কারণ, সে (অনুসরণ)

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

'আন্ সাবীলিল লা-হি ; ইন্নাল্লাযীনা ইয়াদ্বিল্লূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি লাহুম্ 'আযা-বুন্ শাদীদুম্

আপনাকে আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করবে। যারা আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। এজন্য যে,

بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ২ ع ১১ রুকূ

বিমা- নাসূ ইয়াওমাল্ হিসা-ব্। ২৭। ওয়ামা- খালাক্বনাস্ সামা—আ ওয়াল্ আরদ্বা ওয়ামা- বাইনাহুমা- বা-ত্বিলান ;

তারা হিসাব দিবসকে ভুলে রয়েছে। (২৭) আমি আকাশ, পৃথিবী এবং তার মধ্যস্থ সৃষ্টিগুলোকে অকারণে সৃষ্টি করিনি; (কিন্তু)

ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ

যা-লিকা জান্নুল্ লাযীনা কাফারূ, ফাওয়াইলুল্ লিল্লাযীনা কাফারূ মিনান্ না-র্। ২৮। আম্ নাজ্'আলুল্লাযীনা

কাফিরদের এরূপ ধারণা আছে, সুতরাং কাফিরদের জন্য জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। (২৮) যারা ঈমান আনে

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ

আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি কালমুফসিদীনা ফিল্ আর্দ্বি, আম্ নাজ্'আলুল্ মুত্তাক্বীনা

ও নেক কাজ করে, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সমান করব? অথবা পরহেজগারগণকে পাপীদের মত সমান

كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

কালফুজ্জা-র্। ২৯। কিতা-বুন্ আন্যাল্না-হু ইলাইকা মুবা-রাকুল্ লিইয়াদ্দাব্বারূ~আ-য়া-তিহী ওয়া লিইয়াতাযাক্কারা উলুল্ আল্বা-ব্।

করব? (২৯) এ (কুরআন) কিতাব যা আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি বরকতময় হিসেবে, যাতে লোক এর আয়াতের উপর গবেষণা করে এবং জ্ঞানীগণ উপদেশ গ্রহণ করে।

﴿٣٠﴾ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ

৩০। ওয়া ওয়াহাব্না- লিদা-উদা সুলাইমা-না ; নি'মাল্ 'আবদু ; ইন্নাহু~আওয়্যা-ব্। ৩১। ইয্ 'উরিদ্বা 'আলাইহি বিল্ 'আশিয়্যিস্ব

(৩০) আমি দাউদকে দান করলাম সুলায়মান। তিনি খুবই উত্তম বান্দা ছিলেন এবং সে ছিলেন প্রত্যাবর্তনকারী। (৩১) যখন বিকেল বেলা তার সামনে, দ্রুতগামী

الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ

স্বা-ফিনা-তুল্ জিয়া-দ্। ৩২। ফাক্বা-লা ইন্নী~আহ্বাবতু হুব্বাল্ খাইরি 'আন্ যিক্রি রাব্বী, হাত্তা- তাওয়া-রাত্

উত্তম বৈশিষ্ট্যের ঘোড়াগুলো আনা হয়েছিল, (৩২) তখন সে বলল, আমি সম্পদের ভালবাসাকে আমার প্রতিপালকের স্মরণের চেয়েও অধিক প্রাধান্য দিয়েছি, এমনকি সূর্য

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩২) ঃ انى احببت - হযরত সোলায়মান (আ) জেহাদের উদ্দেশ্যে অনেকগুলো ঘোড়া পালতেন। যেগুলো দেখতে খুবই সুন্দর ছিল এবং খুবই তেজস্বী ছিল। একদিন সেগুলো তাঁর সামনে উপস্থিত করা হল। তিনি ঘোড়াগুলো দেখতে দেখতে অনেক সময় কাটিয়ে দিলেন, যাতে তিনি আসরের নির্ধারিত ওজীফা আদায় করতে পারেন নি। এ প্রেক্ষিতে তিনি একথা বলেছেন। (তাঃ ওসমানী)

بِالْحِجَابِ ﴿٣٣﴾ رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا

বিল্হিজ্বা-ব্। ৩৩। রুদ্দূহা- 'আলাইয়্যা ; ফাত্বাফিক্বা মাস্হাম্ বিস্সূক্বি ওয়াল্ আ'না-ক্ব। ৩৪। ওয়া লাক্বাদ্ ফাতান্না-

ডুবে গেল। (৩৩) (ঘোড়াগুলোকে) দ্বিতীয়বার আমার সামনে আন। অতঃপর তলোয়ার দ্বারা ঘোড়াগুলোর পা এবং গর্দান কর্তন করলেন। (৩৪) আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা

سُلَيْمٰنَ وَأَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ

সুলাইমা-না ওয়া আল্ক্বাইনা- 'আলা- কুরসিয়্যিহী জ্বাসাদান্ ছুম্মা আনা-ব্। ৩৫। ক্বা-লা রাব্বিগ্ ফির্লী ওয়া হাব্লী

করলাম এবং আমি রেখেছিলাম, তার সিংহাসনের উপর একটি (আত্মাহীন) দেহ। অতঃপর সুলায়মান আমার দিকে রুজু করলেন। (৩৫) তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক,

مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٦﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ

মুল্কাল্ লা- ইয়াম্বাগী লিআহ্বাদিম্ মিম্ 'বাদী, ইন্নাকা আন্তাল্ ওয়াহ্হা-ব্। ৩৬। ফাসাখ্খার্না- লাহুর্ রীহ্বা-

আমাকে মার্জনা করুন এবং আমাকে দান করুন, এমন রাজত্ব, যেন আমি ছাড়া অন্য আর কেউ না পায়। নিশ্চয়ই আপনি মহান দাতা। (৩৬) আমি বায়ুকে তার অনুগত করে

تَجْرِيْ بِأَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ۙ

তাজ্বরী বিআম্রিহী রুখা—আন্ হাইছু আস্বা-ব্। ৩৭। ওয়াশ্ শায়া-ত্বীনা কুল্লা বান্না—ইও ওয়া গাওয়্যা-স্ব।

দিলাম। সে (বায়ু) তার নির্দেশে যেখানে তিনি চাইতেন ধীর গতিতে প্রবাহিত হয়ে পৌঁছিয়ে দিতেন। (৩৭) এবং বড় বড় প্রসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী প্রত্যেক জ্বীনদেরকেও

﴿٣٨﴾ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٩﴾ هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ

৩৮। ওয়া আ-খারীনা মুক্বার্রানীনা ফিল্ আস্বফা-দ। ৩৯। হা-যা- 'আত্বা—উনা- ফাম্নুন্ আও আম্সিক্ বিগাইরি

(৩৮) এবং অন্যান্য (জ্বীন) দেরকেও যারা শৃংখলাবদ্ধ। (৩৯) এগুলো আমার দান, এখন আপনি এটা দানও করতে পারেন। বা (দান থেকে) বিরতও থাকতে পারেন। এজন্য

حِسَابٍ ﴿٤٠﴾ وَإِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤١﴾ وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوْبَ ۘ

হ্বিসা-ব্। ৪০। ওয়া ইন্না লাহূ 'ইন্দানা- লাযুল্ফা- ওয়াহুস্না মাআ-ব্। ৪১। ওয়াযকুর্ 'আবদানা~আইয়্যূবা।

আপনার কোন হিসাব নেই। (৪০) আমার কাছে রয়েছে তার জন্য বিরাট সম্মান এবং উত্তম ঠিকানা। (৪১) স্মরণ করুন! আমার বান্দা আয়ুবকে, যখন সে তার

৩ ১৪/১২ রুকু

إِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ﴿٤٢﴾ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ

ইয্ না-দা- রাব্বাহূ~আন্নী মাস্সানিয়াশ্ শাইত্বা-নু বিনুস্ববিও ওয়া 'আযা-ব্। ৪২। উর্কুদ্ব বিরিজ্বলিকা,

প্রতিপালককে ডেকে বললেন যে, "আমাকে শয়তান কষ্ট ও দুঃখ পৌঁছায়েছে"। (৪২) (আয়ুবকে বলা হল) আপনার পা (যমীনে) মারুন,

هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ﴿٤٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ أَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا

হা-যা- মুগ্তাসালুম্ বা-রিদুঁও ওয়া শারা-ব্। ৪৩। ওয়া ওয়াহাব্না- লাহূ~আহ্লাহূ ওয়া মিছ্লাহুম্ মা'আহুম রাহ্মাতাম্ মিন্না-

এটাই গোসলের শীতল জায়গা এবং পানীয়। (৪৩) এবং আমি তাকে দান করলাম তার পরিবার-পরিজন এবং অনুরূপ আরও তার সাথে আমার পক্ষ থেকে (বিশেষ) অনুগ্রহস্বরূপ,

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৪) ঃ ولقد فتنا .... - হাদীস শরীফে বর্ণিত, হযরত সুলায়মান (আ) একবার এ শপথ করলেন যে, আজ রাতে আমি আমার সব স্ত্রীদের সাথে সহবাস করব (যারা সংখ্যায় ছিল সত্তর অথবা নব্বই)। ফলে প্রত্যেক স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করবে এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে। কিন্তু ইনশাআল্লাহ বলেন নি। ফলে শুধু মাত্র একজন স্ত্রী ছাড়া অন্য আর কেউই গর্ভ ধারণ করেনি এবং গর্ভবতী স্ত্রীও একটি অসম্পূর্ণ সন্তান প্রসব করেছে। কতক তাফসীরবিদ বলেন, সে অসম্পূর্ণ সন্তানটি ধাত্রী তাঁর সিংহাসনের উপর রেখেছিল যে, এ তোমার শপথের ফল। কুরআন মাজীদে এটিকেই جسد (আত্মাহীন দেহ) বলা হয়েছে। সোলায়মান (আ) তা দেখে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করেন এবং ইনশাআল্লাহ না বলার জন্য ক্ষমা চান। রাসূল (স) বলেন, যদি সোলায়মান (আ) 'ইনশাআল্লাহ' বলতেন, তবে তিনি যা কামনা করেছিলেন, আল্লাহ তা-ই দিতেন। (তাঃ ওসমানী)

وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٤٤﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ

ওয়া যিক্‌রা- লিঊলিল্ আল্‌বা-ব্। ৪৪। ওয়া খুয্ বিয়াদিকা দ্বিগ্‌ছান্ ফাদ্বরিব্ বিহী ওয়ালা- তাহ্‌নাছ ;

এবং জ্ঞানীদের জন্য উপদেশস্বরূপ। (৪৪) (তাকে বললাম) আপনি আপনার হাতে এক মুঠো তৃণের আঁটি লন। অতঃপর তার দ্বারা আপনার স্ত্রীকে মারুন এবং শপথ ভঙ্গ করবেন না।

اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿٤٥﴾ وَاذْكُرْ عِبٰدَنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ وَ

ইন্না- ওয়াজ্বাদ্‌না-হু স্বা-বিরান্ ; নি'মাল্ 'আব্‌দু ; ইন্নাহূ~আওয়্যা-ব্। ৪৫। ওয়াযকুর্ 'ইবা-দানা~ইব্‌রা-হীমা ওয়া

নিশ্চয়ই আমি তাকে পেয়েছি ধৈর্য্যশীল। তিনি বড়ই নেক বান্দা, নিশ্চয়ই তিনি ছিল প্রত্যাবর্তনকারী। (৪৫) স্মরণ করুন! আমার বান্দা ইবরাহীম,

اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ﴿٤٦﴾ اِنَّاۤ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ

ইস্‌হা-ক্বা ওয়া ই'য়াক্বুবা উলিল্ আইদী ওয়াল্ আব্‌স্বা-র। ৪৬। ইন্না~আখলাস্বনা- হুম্ বিখা-লিস্বাতিন্

ইসহাক এবং ইয়াকুবের কথা, তারা ছিল শক্তিশালী এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। (৪৬) আমি তাঁদেরকে একটি বিশেষ গুণ দ্বারা বিশুদ্ধ করেছিলাম,

ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٧﴾ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٨﴾ وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ

যিক্‌রাদ্ দা-র। ৪৭। ওয়া ইন্নাহুম 'ইন্‌দানা- লামিনাল্ মুস্বত্বাফাইনাল্ আখ্‌ইয়া-র। ৪৮। ওয়াযকুর্ ইস্‌মা-'ঈলা

সেটা হল আখেরাতের স্মরণ। (৪৭) নিশ্চয়ই তারা ছিল আমার কাছে মনোনীত উত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে। (৪৮) আর স্মরণ করুন! ইসমাঈল,

وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٩﴾ هٰذَا ذِكْرٌ ؕ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ

ওয়াল্ ইয়াসা'আ ওয়া যাল্ কিফ্‌লি ; ওয়া কুল্‌লুম্ মিনাল্ আখ্‌ইয়া-র। ৪৯। হা-যা- যিক্‌রুন; ওয়া ইন্না লিল্‌মুত্তাক্বীনা লাহুস্‌না

ইয়াসা'আ এবং যুল কিফলের কথা। এরা প্রত্যেকেই ছিল সবচেয়ে ভাল। (৪৯) এ (খবর) গুলো হচ্ছে উপদেশ; নিশ্চয়ই পরহেজগারদের জন্য রয়েছে উত্তম

مَاٰبٍ ﴿٥٠﴾ جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ﴿٥١﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا

মাআ-ব। ৫০। জ্বান্নাা-তি 'আদনিম্ মুফাত্তাহ্‌তাল্ লাহুমুল্ আব্‌ওয়া-ব্। ৫১। মুত্তাকিঈনা ফীহা- ইয়াদ্'ঊনা ফীহা-

ঠিকানা। (৫০) স্থায়ী জান্নাত, যার দ্বারসমূহ তাদের জন্য থাকবে উন্মুক্ত। (৫১) যেখানে তারা (আরামের সাথে) হেলান দিয়ে, বিভিন্ন ধরনের ফলমূল

بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ﴿٥٢﴾ وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ﴿٥٣﴾ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ

বিফা-কিহাতিন্ কাস্বীরাতিওঁ ওয়া শারা-ব্। ৫২। ওয়া 'ইন্‌দাহুম ক্বা-স্বিরা-তুত্ব ত্বারফি আত্‌রা-ব্। ৫৩। হা-যা- মা-তূ'আদূনা

এবং পানীয় বস্তু চাইবেন। (৫২) এবং তাদের কাছে থাকবে, দৃষ্টি অবণতকারী সমবয়সী হুরগণ। (৫৩) এগুলো হল (সে জিনিস), যার প্রতিশ্রুতি করা

لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٤﴾ اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ﴿٥٥﴾ هٰذَا ؕ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ

লিইয়াওমিল্ হিসা-ব্। ৫৪। ইন্না হা-যা- লারিয্‌কুনা- মা-লাহূ মিন্ নাফা-দ্। ৫৫। হা-যা-; ওয়া ইন্না লিত্বত্বা-গীনা লাশার্‌রা

হয়েছিল হিসাব দিনের জন্য। (৫৪) এটা আমার (দানকৃত) রিযিক, যা কখনই ফুরিয়ে যাবে না। (৫৫) এটাই, (মুমিনগণের প্রতিদান)। অবাধ্যদের রয়েছে জন্য খুবই

তিন চতুর্থাংশ

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৪) ঃ وخذ بيدك..... - হযরত আইয়ুব (আ)-এর অসুস্থতার সময় তার স্ত্রী বিবি রাহীমা জরুরী কোন কাজে বাইরে গিয়ে ছিলেন। তাঁর আসতে বিলম্ব হওয়ায় হযরত আইয়ুব (আ) শপথ করলেন যে, তাকে একশত দোররা মারবেন। যখন তিনি সুস্থ হলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমার শপথ ভংগ কর না। তৃণের মুঠি দ্বারা একবার তোমার স্ত্রীকে মার। তাতে তোমার শপথ পূর্ণ হয়ে যাবে। (তাঃ কাদেরী, কুঃ কারীম)

مَاٰبٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ۙ

মাআ-ব্। ৫৬। জ্বাহান্নামা, ইয়াস্বলাওনাহা-, ফাবি'সাল্ মিহা-দ্। ৫৭। হা-যা-, ফাল্ইয়াযূক্বূহু হ্বামীমুওঁ ওয়া গাস্‌সা-ক্ব্।
নিকৃষ্ট ঠিকানা, (৫৬) জাহান্নাম, যাতে তারা প্রবেশ করবে কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল। (৫৭) এটা (নাফরমানদের জন্য) তারা যেন (এখন) পান করে গরম পানি ও তীব্র ঠান্ডা পানি।

﴿٥٧﴾ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾ هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۗ

৫৮। ওয়া আ-খারু মিন্ শাক্‌লিহী~আয্‌ওয়া-জ্ব। ৫৯। হা-যা- ফাওজুম্ মুক্বতাহ্বিমুম্ মা'আকুম্ লা-মার্‌হ্বাবাম্ বিহিম্
(৫৮) এছাড়াও আরও রয়েছে তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের শাস্তি। (৫৯) কাফির নেতাদেরকে বলা হবে, এই যে একটি দল তোমাদের সাথে (জাহান্নামে) প্রবেশ করছে তাদের জন্য

اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾ قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۟ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۗ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ

ইন্নাহুম্ স্বা-লুন্ না-র। ৬০। ক্বা-লূ বাল্ আন্‌তুম্ লা- মার্‌হ্বাবাম্ বিকুম ; আন্‌তুম্ ক্বাদ্দাম্‌তুমূহু লানা-,
কোন স্বাগত সম্ভাষণ নেই। এরাতো জাহান্নামে প্রবেশকারী। (৬০) তারা বলবে, তোমাদের জন্যও কোন স্বাগত সম্ভাষণ নেই। তোমরাইতো আগে আমাদের সামনে এগুলো

فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ۙ

ফাবি'সাল্ ক্বারা-র। ৬১। ক্বা-লূ রাব্বানা- মান্ ক্বাদ্দামা লানা- হা-যা- ফাযিদ্‌হু 'আযা-বান্ 'দ্বিফান্ ফিন্ না-র।
এনেছিলে। সুতরাং কত নিকৃষ্ট এ ঠিকানা। (৬১) তারা বলবে, হে আমাদের রব! যারা আমাদের জন্য প্রথমে উপস্থাপন করেছে, তাদের উপর জাহান্নামের দ্বিগুণ শাস্তি বাড়িয়ে দিন।

﴿٦١﴾ وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا

৬২। ওয়া ক্বা-লূ মা- লানা- লা- নারা- রিজ্বা-লান্ কুন্না- না'উদ্দুহুম্ মিনাল্ আশ্‌রা-র। ৬৩। আত্তাখায্‌না-হুম সিখ্‌রিয়্যান্
(৬২) তারা বলবে, 'ব্যাপার কি? আমরা যাদের মন্দ ভবতাম, তাদেরকে যে দেখছি না!' (৬৩) তবে কি তাদেরকে আমরা অহেতুক বিদ্রূপের পাত্র বানিয়েছিলাম, না

৪ ع ২৪ ১৩ রুকূ

اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾ قُلْ اِنَّمَآ

আম্ যা-গাত্ 'আন্‌হুমুল্ আব্‌স্বা-র। ৬৪। ইন্না যা-লিকা লাহ্বাক্কুন্ তাখা-স্বুমু আহ্‌লিন্ না-র। ৬৫। কুল্ ইন্নামা~
আমাদের চোখ উল্টিয়ে গিয়েছিল?' (৬৪) জাহান্নামীদের এ নিয়ে পারস্পরিক ঝগড়া অবশ্যই হবে। (৬৫) (হে নবী!) আপনি বলুন, আমি তো শুধু একজন

اَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আনা মুন্‌যিরুওঁ, ওয়া মা- মিন্ ইলা-হিন্ ইল্লাল লা-হুল্ ওয়া-হ্বিদুল্ ক্বাহ্‌হা-র। ৬৬। রাব্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি
(জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী এবং এক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যিনি এক, প্রবল পরাক্রান্ত। (৬৬) যিনি আকাশ, পৃথিবী ও তার মধ্যস্থ

وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ﴿٦٧﴾ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ۙ

ওয়া মা- বাইনাহুমাল্ 'আযীযুল্ গাফ্‌ফা-র। ৬৭। কুল্ হুওয়া নাবাউন্ 'আজীম। ৬৮। আন্‌তুম্ 'আন্‌হু 'মুরিদ্বূন।
সব কিছুর প্রতিপালক, যিনি মহা পরাক্রমশালী, মহা ক্ষমাশীল। (৬৭) (হে নবী!) আপনি বলুন, এটা একটি বিরাট (গুরুত্ব পূর্ণ) তথ্য, (৬৮) যা তোমরা পরিহার করে চলছ।

✪ টীকা (আঃ ৬০) ঃ অর্থাৎ, এরা তো নিজেরাই দোযখের শাস্তির উপযোগী, এদের হতে কি আশা করা যাবে? এদের আগমনে আনন্দই কিসের? এবং তাদের আদরই বা কি? হ্যাঁ, যদি এমন কেউ আসত, যারা শাস্তির উপযোগী নয়, তবে তাদের আগমনে আনন্দও হতো, তাদের আদরও করতাম। (বঃ কোঃ)
✪ টীকা (আঃ ৬১) ঃ অর্থাৎ, যখন তাদের প্রত্যেকে অপরের উপর দোষ চাপাতে থাকবে, তখন অনুগামীগণ তাদেরকে সম্বোধন ত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট এ প্রার্থনা করবে। (বঃ কোঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৬২) ঃ الاشرار – খারাপ ব্যক্তি দ্বারা গরীব মুমিনগণকে বুঝানো হয়েছে। যেমন- আম্মার, খাব্বাব, সোহায়েল ও বেলাল (রা)। এ সাহাবীগণকে মক্কার কাফিরেরা খারাপ লোক ধারণা করত। (কুঃ কারীম) ✪ টীকা (আঃ ৬৩) ঃ অর্থাৎ, মুসলমানদেরকে বিপথগামী এবং নীচ মনে করতাম। আজ তাদেরকে কেন দেখতেছি না? (বঃ কোঃ)

﴿٦٩﴾ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍۢ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰٓى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٧٠﴾ اِنْ يُّوْحٰٓى اِلَيَّ اِلَّآ

৬৯। মা-কা-না লিয়া মিন্ 'ইলমিম্ বিল্‌মালাইল্ 'আলা ~ইয্ ইয়াখ্‌তাস্বিমূন। ৭০। ইয় ইউহ্বা~ইলাইয়্যা ইল্লা ~

(৬৯) উর্ধ্বজগতের ফিরিশতাগণের সম্পর্কে আমার কোনই জ্ঞান ছিল না, যখন তারা পরস্পরে বাদানুবাদ কর ছিল। (৭০) আমার কাছে কেবল এ ওহী দেয়া হয়েছে

اَنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧١﴾ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ۝

আন্নামা~আনা নাযীরুম্ মুবীন। ৭১। ইয্ ক্বা-লা রাব্বুকা লিল্‌মালা—ইকাতি ইন্নী খা-লিকুম্ বাশারাম্ মিন্ ত্বীন।

যে, আমি একজন প্রকাশ্য ভীতি প্রদর্শনকারী। (৭১) স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশতাগণকে বললেন যে, আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করতেছি।

﴿٧٢﴾ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٧٣﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ

৭২। ফাইযা- সাওয়্যাইতুহূ ওয়া নাফাখ্‌তু ফীহি মির্ রূহ্বী ফাক্বা'উ লাহূ সা-জ্বিদীন। ৭৩। ফাসাজ্বাদাল্ মালা—ইকাতু

(৭২) যখন আমি সেটি পরিপূর্ণভাবে তৈরী করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দিব, তখন তোমরা সব তার সামনে মাথা নত করে সিজদা করবে। (৭৩) তখন সব ফিরিশতাগণ

كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٧٤﴾ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ

কুল্লুহুম্ আজ্বমা'উন। ৭৪। ইল্লা~ইব্‌লীসা ; ইস্‌তাক্‌বারা ওয়া কা-না মিনাল্ কা-ফিরীন। ৭৫। ক্বা-লা ইয়া~ইব্‌লীসু

সকলেই সিজদা করল একত্রে (৭৪) ইবলীস ব্যতীত; সে অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল। (৭৫) আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস!

مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ۝

মা- মানা'আকা আন তাস্‌জুদা লিমা- খালাক্বতু বিইয়াদাইয়্যা, আস্‌তাকবারতা আম্ কুনতা মিনাল্ 'আ-লীন।

তোমাকে সিজদা করতে কোন জিনিসে বিরত রেখেছে, যাকে আমি আমার নিজ হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি? তুমি কি বড়াই করলে, না তুমি খুব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হয়েছ?

﴿٧٦﴾ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ؕ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧٧﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا

৭৬। ক্বা-লা আনা খাইরুম্ মিন্‌হু, খালাক্বতানী মিন্ না-রিও ওয়া খালাক্বতাহূ মিন্ ত্বীন। ৭৭। ক্বা-লা ফাখ্‌রুজ্ মিন্‌হা-

(৭৬) ইবলীস বলল, আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ : আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দ্বারা এবং তাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। (৭৭) আল্লাহ বললেন, তুমি এখান থেকে

فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٧٨﴾ وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٧٩﴾ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ

ফাইন্নাকা রাজ্বীম। ৭৮। ওয়া ইন্না 'আলাইকা 'লানাতী~ইলা- ইয়াওমিদ্ দীন। ৭৯। ক্বা-লা রাব্বি ফাআন্‌জিরনী ~

বের হয়ে যাও, তুমি অবশ্যই অভিশপ্ত। (৭৮) তোমার উপর কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আমার অভিশাপ থাকবে। (৭৯) ইবলীস বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে

اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٠﴾ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٨١﴾ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۝

ইলা- ইয়াওমি ইউব্‌'আছূন। ৮০। ক্বা-লা ফাইন্নাকা মিনাল্ মুন্‌জারীন। ৮১। ইলা- ইয়াওমিল্ ওয়াক্বতিল মা'লূম।

পুনরুত্থান দিবস (কেয়ামত) পর্যন্ত সুযোগ দিন। (৮০) আল্লাহ বললেন, তুমি সুযোগ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত (হলে), (৮১) নির্দিষ্ট সময়ের দিবস পর্যন্ত।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৭২) ঃ له سجدين - এটা সিজদায়ে তাজীমী (সম্মানসূচক সিজদা)। সিজদায়ে ইবাদাতী (ইবাদাতের জন্য সিজদা) নহে। এ তাজীমী (সম্মানসূচক) সিজদা পূর্বে জায়েয ছিল। এজন্য আল্লাহ তায়ালা আদমকে (আ) সিজদা করার জন্য ফিরিশতাগণকে বলেছেন। এখন ইসলামে তাজীমী সিজদা জায়েয নেই। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৭৫) ঃ অর্থাৎ, যে বস্তুর সৃষ্টির প্রতি আমি স্বয়ং মনোযোগ দিয়েছি, এটাই তো তার প্রকৃত মর্যাদা। তদুপরি তাকে সিজদা করতে আদেশও দিয়েছি, এতদসত্ত্বেও তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ৭৬) ঃ অতএব, তাকে সিজদা করার জন্য আমাকে আদেশ করা অযৌক্তিক। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৮০) ঃ অতঃপর আর তোমার অনাহীত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৮১) ঃ যেন আদম এবং তার সন্তানগণ হতে প্রতিশোধ [illegible] পারি। (বঃ কোঃ)

﴿٨٢﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٣﴾ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ۝

৮২। ক্বা-লা ফাবি'ইয্‌যাতিকা লাউগ্‌ওয়িইয়ান্নাহুম্ আজ্বমা'ঈন। ৮৩। ইল্লা- 'ইবা-দাকা মিন্‌হুমুল্ মুখ্‌লাস্বীন।

(৮২) ইবলীস বলল, আপনার মহা শক্তির শপথ! আমি অবশ্যই সব (আদম সন্তান) সেরকে বিভ্রান্ত করব। (৮৩) তবে তাদের নহে, যারা আপনার খাঁটি বান্দা।

﴿٨٤﴾ قَالَ فَالْحَقُّ ؗ وَالْحَقَّ اَقُوْلُ ﴿٨٥﴾ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ

৮৪। ক্বা-লা ফাল্‌হাক্বকু, ওয়াল হাক্বক্বা আকূল। ৮৫। লাআম্‌লাআন্না জাহান্নামা মিন্‌কা ওয়া মিম্মান্ তাবি'আকা

(৮৪) আল্লাহ বলেন, এটা সত্য (কথা) এবং আমি সত্যই বলি, (৮৫) জেনে রাখ, আমি তোমার ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা জাহান্নাম

مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٦﴾ قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَآ اَنَا مِنَ

মিনহুম আজ্বমা'ঈন। ৮৬। কুল্ মা~আস্‌আলুকুম্ 'আলাইহি মিন্ আজ্‌রিও ওয়ামা~আনা মিনাল্

পূর্ণ করব। (৮৬) (হে নবী!) আপনি বলুন, আমি তোমাদের কাছে এ দাওয়াতের বিনিময় কোন পারিশ্রমিক চাইনা, আর আমি লৌকিকতাকারীদের

৫/২৪/১৪ রুকু

الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴿٨٧﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٨﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ ۝ ع

মুতাকাল্লিফীন। ৮৭। ইন্ হুওয়া ইল্লা- যিক্‌রুল্ লিল্ 'আ-লামীন। ৮৮। ওয়ালা'তালামুন্না নাবাআহূ বা'দা হ্বীন।

অন্তর্ভুক্ত নাই। (৮৭) এ (কুরআন) তো বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। (৮৮) নিশ্চয়ই তোমরা এর (প্রকৃত) তথ্য, কিছুদিন পরেই জানতে পারবে।

সূরা যুমার মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৭৫ রুকূ ঃ ৮

﴿١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ

১। তানযীলুল্ কিতা-বি মিনাল্লা-হিল্ 'আযীযিল হাকীম। ২। ইন্না~আন্যাল্না~ইলাইকাল্ কিতা-বা

(১) এ কিতাব, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যিনি মহা প্রভাবশীল, প্রজ্ঞাবান। (২) নিশ্চয়ই আমি এ কিতাব আপনার কাছে সঠিকভাবে অবতীর্ণ করেছি, সুতরাং আপনি প্রজ্ঞাবান

بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿٣﴾ أَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ

বিল্হাক্ক্বি 'ফাবুদিল লা-হা মুখ্লিস্বাল্ লাহুদ্ দীন। ৩। আলা- লিল্লা-হিদ্ দীনুল্ খা-লিস্ব ; ওয়াল্লাযীনাত্

আল্লাহর ইবাদাত করুন, একাগ্রতার সাথে তাঁর প্রতি আনুগত্য হয়ে। (৩) জেনে রাখুন! আল্লাহর জন্যই নির্ভেজাল ইবাদাত করা। আর যারা আল্লাহ ব্যতীত

اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى اللّٰهِ زُلْفٰىٓ ۗ إِنَّ اللّٰهَ

তাখায্ মিন্ দূনিহী~আওলিয়া—আ। মা-'নাবুদুহুম ইল্লা- লিইউক্বার্রিবূনা~ইলাল্লা-হি যুল্ফা- ; ইন্নাল্লা-হা

অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে, তারা বলে, আমরা তাদের এজন্য ইবাদত (পূজা) করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটতম করে দিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كٰذِبٌ

ইয়াহ্কুমু বাইনাহুম ফী-মা-হুম ফীহি ইয়াখ্তালিফূন; ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়াহ্দী মান হুওয়া কা-যিবুন্

সে বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন, যে বিষয় তারা পরস্পরে মতভেদ করছে। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফিরদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন

كَفَّارٌ ﴿٤﴾ لَّوْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهُۥ ۖ

কাফ্ফা-র। ৪। লাও আরা-দাল্লা-হু আই ইয়াত্তাখিযা ওয়ালাদাল্ লাস্বত্বাফা- মিম্মা-ইয়াখ্লুক্ব মা- ইয়াশা---উ সুব্হা-নাহূ ;

কখনই করেন না। (৪) যদি সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর ইচ্ছাই হত, তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য হতে বাছাই করে নিতেন তাঁর যাকে ইচ্ছা তাকে। কিন্তু তিনি পবিত্র।

هُوَ اللّٰهُ الْوٰحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٥﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ

হুওয়াল্লা-হুল্ ওয়া-হিদুল্ ক্বাহ্হা-র্। ৫। খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বা বিল্হাক্ক্বি ইউকাওয়্যিরুল্ লাইলা

তিনিই আল্লাহ, এক মহা প্রভাবশালী। (৫) তিনি (আল্লাহ) আকাশ ও পৃথিবীকে সঠিকভাবে (সুশৃঙ্খলার সাথে) সৃষ্টি করেছেন। তিনি ঘুরান রাতকে

عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِى

'আলান্ নাহা-রি ওয়া ইউকাওয়্যিরুন্ নাহা-রা 'আলাল্ লাইলি ওয়া সাখ্খারাশ্ শাম্সা ওয়াল্ ক্বামারা ; কুল্লুই ইয়াজ্রী

দিবসের উপর এবং দিনকে রাতের উপর এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে লাগিয়ে রেখেছেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভ্রমণ পথে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলতে

لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفّٰرُ ﴿٦﴾ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وٰحِدَةٍ ثُمَّ

লিআজ্বালিম্ মুসাম্মান ; আলা- হুওয়াল্ 'আযীযুল্ গাফ্ফা-র। ৬। খালাক্বাকুম্ মিন্ নাফ্সিও ওয়া- হিদাতিন্ ছুম্মা

থাকবে। জেনে রাখ! তিনিই (আল্লাহ) মহা প্রভাবশালী, ক্ষমাশীল। (৬) তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই মানুষ (আদম) হতে। অতঃপর তার থেকেই

جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنْعٰمِ ثَمٰنِيَةَ أَزْوٰجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ

জা'আলা মিন্হা- যাওজাহা- ওয়া আন্যালা লাকুম্ মিনাল্ আন্'আ-মি ছামা-নিয়াতা আয্ওয়া-জ্বিন ; ইয়াখ্লুক্বুকুম্ ফী বুত্বনি

তার স্ত্রী (হাওয়া) কে সৃষ্টি করেছেন এবং অবতরণ করেন তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হতে আট প্রকার; তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেন (ক্রমান্বয়ে)

أُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ

উম্মাহা-তিকুম্ খাল্ক্বাম্ মিম্ বা'দি খাল্ক্বিন্ ফী জুলুমা-তিন্ ছালা-ছিন ; যা-লিকুমুল্লা-হু রাব্বুকুম লাহুল মুল্কু ;

এক স্তরের পরে অন্য স্তরে তিন অন্ধকারের মধ্যে। তিনিই তোমাদের আল্লাহ এবং তোমাদের প্রতিপালক বাদশাহী তাঁরই জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই.

لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنّٰى تُصْرَفُونَ ﴿٧﴾ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْكُمْ ۖ وَلَا يَرْضٰى

লা~ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া, ফাআন্না- তুস্বরাফূন। ৭। ইন্ তাক্ফুরূ ফাইন্নাল্লা-হা গানিয়্যুন্ 'আন্কুম, ওয়ালা- ইয়ারদ্বা-

সুতরাং তোমরা (তাকে ছেড়ে) কোথায় ফিরে যাচ্ছ? (৭) যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও; তবে জেনে রাখ আল্লাহ তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি বান্দার

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬) ঃ ......وانزل لكم من الانعام – চার প্রকারের জানোয়ার। যথা– ভেড়া, বকরী, উট, গাভী। এগুলো নর ও মাদী মিলে মোট আট প্রকার হয়ে থাকে। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৬) ঃ ফলকথা, হাওয়া (আ)-কে, আদম (আ)-এর দেহ হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁদের উভয় হতে সমস্ত মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৬) ঃ সুতরাং এই আবর্তনমূলক অবস্থা সৃষ্টি করা আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতার পরিচায়ক। আর তিন অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করা তাঁর পূর্ণ অবগতির প্রমাণ। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৭) ঃ সুতরাং কুফর করে কেউ এরূপ ধারণা না করে যে, যেহেতু তুমি তোমার সমসাময়িক কিংবা পূর্বপুরুষগণের অনুসরণকারী, অথবা অন্যান্য কাফেররা তোমার পাপের বোঝা বহন করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। কাজেই তুমি নির্দোষ হয়ে যাবে। এমন কখনও হবে না; বরং তোমার পাপ তোমাকেই বহন করতে হবে। (বঃ কোঃ)

لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ

লি'ইবা-দিহিল্ কুফ্রা, ওয়া ইন্ তাশ্কুরূ ইয়ার্দ্বাহু লাকুম; ওয়ালা- তাযিরু ওয়া-যিরাতুঁও ওয়িয্রা উখ্রা-;

অকৃতজ্ঞতাকে পছন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তবে তিনি তা তোমাদের জন্য পছন্দ করেন। আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

ছুম্মা ইলা- রাব্বিকুম্ মার্জি'উকুম্ ফাইউনাব্বিউকুম্ বিমা- কুন্তুম্ 'তামালূন; ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিস্ব

অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন তোমাদের প্রতিপালকের দিকেই। তখন তোমাদেরকে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের কৃত আমলসমূহ জানাবেন। নিশ্চয়ই তিনি

الصُّدُورِ ⑦ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً

স্বুদূর। ৮। ওয়া ইযা- মাস্সাল্ ইনসা-না দ্বুর্রুন্ দা'আ রাব্বাহূ মুনীবান্ ইলাইহি ছুম্মা ইযা- খাওয়্যালাহূ 'নিমাতাম্

অন্তর্যামী। (৮) যখন মানুষের উপর কোন মসিবত এসে পৌছে, তখন সে তার রবের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে তাঁকে ডাকে। যখন আবার তাঁর তরফ থেকে কোন অনুগ্রহ

مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ

মিন্হু নাসিয়া মা-কা-না ইয়াদ্'উ~ইলাইহি মিন্ ক্বাব্লু ওয়া জ্বা'আলা লিল্লা-হি আন্দা-দাল্ লিইউদ্বিল্লা 'আন্ সাবীলিহী ;

তাকে দেয়া হয়, তখন সে ভুলে যায়, যে জন্য তাঁকে ডেকেছিল, নেয়ামত লাভের পূর্বে এবং আল্লাহর সাথে শরীক নির্ধারণ করে। যাতে সত্য পথ থেকে লোকেরা বিভ্রান্ত হয়।

قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ⑧ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ

ক্বুল্ তামা'ত্তা বিকুফ্রিকা ক্বালীলান্ ইন্নাকা মিন্ আস্বহ্বা-বিন্ না-র। ৯। আম্মান্ হুওয়া ক্বা-নিতুন আ-না—আল্ লাইলি

বলুন, তুমি তোমার কুফরীর জীবন দ্বারা (পৃথিবীতে) কিছু সময় (অস্থায়ী) স্বাদ গ্রহণ কর। তুমি জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবেই। (৯) তবে যে ব্যক্তি, রাতের সময়টি অনুগত

سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ

সা-জ্বিদাওঁ ওয়া ক্বা—ইমাইঁ ইয়াহ্যারুল্ আ-খিরাতা ওয়া ইয়ার্জূ রাহ্মাতা রাব্বিহী ; ক্বুল হাল্ ইয়াস্তাওয়িল্ লাযীনা

ও সিজদা অবস্থায়, ইবাদাতে কাটায়, পরকালকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতিপালকের রহমতের আশা রাখে উভয় কি সমান? আপনি বলুন, যারা জ্ঞান রাখে

ع ১ ৯ ১৫ রুকূ

يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ⑨ قُلْ يَا عِبَادِ

ইয়া'লামূনা ওয়াল্লাযীনা লা- ইয়া'লামূনা ; ইন্নামা- ইয়াতাযাক্কারু উলুল আল্বা-ব্। ১০। ক্বুল্ ইয়া- 'ইবা-দিল্

আর যারা জ্ঞান রাখে না, তারা কি (মর্যাদায়) সমান? উপদেশগ্রহণ করে তারাই, যারা প্রকৃত জ্ঞানী। (১০) বলুন, হে আমার মুমিন বান্দাগণ!

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ

লাযীনা আ-মানুত্ তাক্বূ রাব্বাকুম ; লিল্লাযীনা আহ্সানূ ফী হা-যিহিদ্ দুন্ইয়া- হ্বাসানাতুন ; ওয়া আরদ্বুল

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকে ভয় কর। যারা এ পৃথিবীতে সৎ কাজ করে, পরকালে তাদের জন্য, রয়েছে কল্যাণ (জান্নাত)। এবং আল্লাহর পৃথিবী (খুবই)

اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑩ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ

লা-হি ওয়া-সি'আতুন, ইন্নামা- ইউওয়াফ্ফাস্ব স্বা-বিরূনা আজ্বরাহুম্ বিগাইরি হ্বিসা-ব্। ১১। ক্বুল ইন্নী~উমির্তু

প্রশস্ত, যারা (ইবাদাতে ও মসিবতে) ধৈর্য্যধারণ করে, তাদের প্রতিদান রয়েছে অফুরন্ত। (১১) বলুন, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, যেন আমি

أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴿١٢﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٣﴾

আন্ আ'বুদাল্লা-হা মুখলিস্বাল্ লাহুদ্ দীন। ১২। ওয়া উমির্তু লিআন্ আকূনা আওয়্যালাল্ মুসলিমীন।

আল্লাহর ইবাদাত করি একাগ্রতার সাথে তারই আনুগত্য হয়ে। (১২) এবং আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আমিই যেন সর্ব প্রথম (আল্লাহর) অনুসারী হই।

قُلْ إِنِّيْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٣﴾ قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ

১৩। কুল্ ইন্নী~আখা-ফু ইন্ 'আছাইতু রাব্বী 'আযা-বা ইয়াওমিন্ 'আজীম। ১৪। কুলিল্লা-হা 'আবুদু

(১৩) বলুন, যদি আমি আমার প্রতিপালকের নাফরমানী করি, তবে আমি ভয় করছি মহা দিবস (কিয়ামত)-এর শাস্তির। (১৪) বলুন, আমি আল্লাহরই ইবাদাত করছি,

مُخْلِصًا لَّهُ دِيْنِيْ ﴿١٤﴾ فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ۗ قُلْ إِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ

মুখলিস্বাল্ লাহূ দ্বীনী। ১৫। 'ফাবুদূ মা-শি'তুম্ মিন্ দূনিহী ; কুল্ ইন্নাল্ খা-সিরীনাল্ লাযীনা

একাগ্রতার সাথে তাঁরই অনুগত হয়ে। (১৫) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে যার ইচ্ছা তাঁর ইবাদাত কর; বলুন

خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ أَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١٥﴾

খাসিরূ~আন্ফুসাহুম্ ওয়া আহলীহিম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ; 'আলা- যা-লিকা হুওয়াল্ খুসরা-নুল্ মুবীন।

কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারা যারা নিজকে ও নিজ পরিবার-পরিজনদেরকে ক্ষতি গ্রস্ত করেছে। জেনে রাখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۗ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ

১৬। লাহুম্ মিন্ ফাওক্বিহিম জুলালুম্ মিনান্ না-রি ওয়া মিন্ তাহ্তিহিম জুলালুন ; যা-লিকা ইউখাওয়্যিফুল্লা-হু বিহী

(১৬) তাদের জন্য (জাহান্নামে) থাকবে উপরের দিক হতে অগ্নির চাদর এবং তাদের নীচেও থাকবে অগ্নির চাদর। যা দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাগণকে সাবধান

عِبَادَهٗ ۗ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ﴿١٦﴾ وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ أَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَأَنَابُوْا

'ইবা-দাহূ ; ইয়া-'ইবা-দি ফাত্তাকূন। ১৭। ওয়াল্লাযীনাজ্ তানাবুত্ব ত্বা-গূতা আইঁ ই'য়াবুদূহা- ওয়া আনাবূ~

করেন যে, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর। (১৭) যারা তাগুতের ইবাদাত থেকে বেঁচে থাকে এবং (সর্বদা) আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়।

إِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ

ইলাল্লা-হি লাহুমুল্ বুশ্রা-, ফাবাশ্শির্ 'ইবা-দ্। ১৮। আল্লাযীনা ইয়াস্তামি'উনাল্ ক্বাওলা ফাইয়াত্তাবি'উনা

তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। সুতরাং (হে নবী!) আমার বান্দাগণকে সুসংবাদ দিন। (১৮) যারা একাগ্রতার সাথে কথা শ্রবণ করে, অতঃপর তার মধ্যে

أَحْسَنَهٗ ۗ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَأُولٰٓئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾ أَفَمَنْ

আহ্সানাহূ, উলা—ইকাল্ লাযীনা হাদা-হুমুল্লা-হু ওয়া উলা—ইকা হুম উলুল্ আলবা-ব্। ১৯। আফামান্

যা সর্বোত্তম সে অনুযায়ী চলে। তাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, আর এরাই হল প্রকৃত জ্ঞানী। (১৯) যে ব্যক্তির উপর

حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۗ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا

হ্বাক্কা 'আলাইহি কালিমাতুল্ 'আযা-বি ; আফাআন্তা তুন্ক্বিযু মান্ ফিন্ না-র। ২০। লা-কিনিল্ লাযীনাত্ তাক্বাও

শাস্তির হুকুম নিশ্চিত (স্থির) হয়ে গেছে, আপনি কি এমন ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে পারবেন, যে জাহান্নামে রয়েছে? (২০) যারা তার প্রতিপালককে ভয় করে,

رَبُّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ وَعْدَ اللّٰهِ ۭ

রাব্বাহুম্ লাহুম্ গুরাফুম্ মিন্ ফাওকিহা- গুরাফুম্ মাবনিয়্যাতুন্, তাজ্বরী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু ; ও'য়াদাল্লা-হি ;

তাদের জন্য রয়েছে বালাখানা, যার উপরে বানান রয়েছে আরও (উন্নত) বালাখানা। যার তলদেশ থেকে নহরসমূহ প্রবাহিত। যা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহ

لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً فَسَلَكَهٗ

লা- ইউখ্লিফুল্লা-হুল্ মী'আ-দ। ২১। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা আন্যালা মিনাস্ সামা—ই মা—আন্ ফাসালাকাহূ

ভংগ করেন না তাঁর প্রতিশ্রুতি। (২১) আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ বর্ষণ করেন আকাশ থেকে পানি (বৃষ্টি), অতঃপর তা

يَنَابِيْعَ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ

ইয়ানা-বী'আ ফিল্ আর্দ্বি ছুম্মা ইউখ্রিজু বিহী যার্'আম্ মুখ্তালিফান্ আল্ওয়া-নুহূ ছুম্মা ইয়াহীজু ফাতারা-হু

যমীনের নহরগুলোতে প্রবাহিত করেন, এরপরে সে (পানি) দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফসল (কৃষি) উৎপন্ন করেন, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, তারপর আপনি তা দেখতে

ع ২২ ১৬ রুকূ

مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ۝ اَفَمَنْ

মুস্বফাররান্ ছুম্মা ইয়াজ্'আলুহূ হুত্বা-মান ; ইন্না ফী যা-লিকা লাযিক্রা- লিউলিল্ আল্বা-ব্। ২২। আফামান্

পান হলুদ বর্ণের, অতঃপর তা গুড়ো গুড়ো করা হয়; নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে উপদেশ জ্ঞানীদের জন্য। (২২) যার অন্তর

شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰي نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ

শারাহাল্লা-হু স্বাদ্রাহূ লিল্ইস্লা-মি ফাহুওয়া 'আলা- নূরিম্ মির্ রাব্বিহী ; ফাওয়াইলুল্ লিল্ ক্বা-সিয়াতি কুলূবুহুম্

আল্লাহ ইসলাম (গ্রহণ)-এর জন্য খুলে দিয়েছেন সে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের তরফ হতে এক নূরের উপর রয়েছে, (সে) কি সে ব্যক্তির সমান, যার অন্তর এরূপ নহে?

مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا

মিন্ যিক্রিল্লা-হি ; উলা—ইকা ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ২৩। আল্লা-হু নায্যালা আহ্সানাল্ হাদীছি কিতা-বাম্

এবং ধ্বংস তাদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ হতে কঠিন। তারাই রয়েছে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। (২৩) আল্লাহ উত্তমবাণী অবতীর্ণ করেছেন। যা এমন কিতাব

مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۤ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ

মুতাশা- বিহাম্ মাছা-নিয়া, তাক্বশা'ইর্রু মিনহু জুলূদুল লাযীনা ইয়াখ্শাওনা রাব্বাহুম, ছুম্মা তালীনু জুলূদুহুম্

যা পরস্পর মিলযুক্ত ও বারবার পঠিত হয়। এ পাঠ করাতে তাদের সূক্ষ্ম লোমগুলো শিউরে উঠে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় কর ঃ অতঃপর তাদের দেহ,

وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ

ওয়াকুলূবুহুম্ ইলা- যিকরিল্লা-হি ; যা-লিকা হুদাল্লা-হি ইয়াহ্দী বিহী মাইঁ ইয়্যাশা—উ ; ওয়া মাইঁ ইউদ্বলিলিল্লা-হু

মন আল্লাহর যিকিরের দিকে নরম আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এটাই আল্লাহর (পক্ষ থেকে) হেদায়েত। তিনি যাকে চান এর দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন, আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন

○ টীকা (আঃ ২১) ঃ অর্থাৎ, যমীনের যে সমস্ত অংশ হতে পানি, কূপ ও ঝরণার আকারে উৎলিয়ে বের হয়। আসমান হতে বর্ষিত পানিকে সে সমস্ত অংশে প্রবাহিত করে দেন। (বঃ কোঃ) **○ টীকা (আঃ ২২) ঃ** কেননা, মানুষের পার্থিব জীবনের অবস্থা ও অবিকল এরূপই, অর্থাৎ, পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে পরিশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অতএব, এই নশ্বর জীবনের মোহে মুগ্ধ হয়ে পরলোকের শান্তি হতে বঞ্চিত হওয়া এবং অন্তকালের বিপদ মাথা পাতিয়া লওয়া নিতান্ত বোকামি। (বঃ কোঃ) **○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৩) ঃ** احسن الحديث.... - "উত্তমবাণী দ্বারা" কুরআনকে এবং 'মিলযুক্ত দ্বারা' কুরআন মাজীদের ভাষার অলংকার (সৌন্দর্য) যোগসূত্র এবং সামঞ্জস্যকে এবং 'বারবার পঠিতব্য দ্বারা' কাহিনী, উপদেশ ও শরীয়তের বিধানগুলো দ্বারা বার বার বর্ণনা করাকে বুঝান হয়েছে। (কুঃ কারীম)

فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٤﴾ أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ

ফামা-লাহূ মিন্ হা-দ্। ২৪। আফামাইঁ ইয়াত্তাক্বী বিওয়াজ্হিহী সূ—আল্ 'আযা-বি ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ; ওয়া ক্বীলা লিজ্জা-লিমীনা

তার জন্য কোনই পথ প্রদর্শক নেই। (২৪) যে ব্যক্তি তার মুখ মণ্ডল দ্বারা নিকৃষ্ট শাস্তিকে বাঁচাতে চাইবে সে কি তার সমান যে জাহান্নামের শাস্তি হতে নিরাপদ? জালিমদেরকে

ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٥﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ

যূক্ব মা- কুন্তুম তাক্সিবূন। ২৫। কায্যাবাল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম্ ফাআতা-হুমুল্ 'আযা-বু মিন্

বলা হবে তোমাদের কৃত কর্মের ফল ভোগ কর। (২৫) তাদের পূর্ববর্তীরাও নবীকে মিথ্যা বলেছিল, ফলে তাদের উপর (আল্লাহর) শাস্তি এসেছিল

حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ

হাইছু লা- ইয়াশ্'উরূন। ২৬। ফাআযা- ক্বাহুমুল্লা-হুল্ খিয্ইয়া ফিল্ হায়া-তিদ্ দুন্ইয়া- ওয়ালা 'আযা-বুল্

এমনভাবে যে, তারা বুঝতেই পারেনি। (২৬) আল্লাহ তাদেরকে এ পার্থিব জীবনে অপমান করিয়েছেন এবং পরকালের শাস্তি তো

الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ

আ-খিরাতি আক্বারু। লাও কা-নূ ইয়া'লামূন। ২৭। ওয়ালা ক্বাদ্ দ্বারাব্না- লিন্না-সি ফী হা-যাল্ কুরআ-নি মিন্

এর চেয়েও অনেক বড়। যদি তারা জানত! (২৭) আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য বর্ণনা করেছি প্রত্যেক ধরনের দৃষ্টান্ত, ৭

كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٨﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ

কুল্লি মাছালিল্ লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাযাক্কারূন। ২৮। কুর্আ-নান্ 'আরাবিয়্যান্ গাইরা যী 'ইওয়াজিল্ লা'আল্লাহুম্

যাতে তারা উপদেশ মেনে চলে। (২৮) কুরআন আরবী ভাষায়, যাতে কোন প্রকার বক্রতা নেই, যাতে মানুষ পরহেজগারী অবলম্বন

يَتَّقُونَ ﴿٢٩﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا

ইয়াত্তাকূন। ২৯। দ্বারাবাল্লা-হু মাছালার্ রাজুলান্ ফীহি শুরাকা—উ মুতাশা-কিসূনা ওয়া রাজুলান্ সালামাল্

করতে পারে। (২৯) আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যে, এক ব্যক্তি (গোলাম), যার অনেক শরীক (মালিক), যারা পরস্পরে বিপক্ষ, এবং (আর) এক ব্যক্তি (গোলাম),

لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ إِنَّكَ

লিরাজুলিন ; হাল্ ইয়াস্তাওয়িইয়া-নি মাছালান ; আল্হামদু লিল্লা-হি, বাল্ আকছারুহুম্ লা-ই'য়ালামূন। ৩০। ইন্নাকা

যে সম্পূর্ণ শরীকমুক্ত (অর্থাৎ মালিক একজন), এ উভয় কি সমান? সব প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। কিন্তু তাদের অনেকেই জানে না। (৩০) নিশ্চয়ই আপনি

مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣١﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۝ ع

মাইয়্যিতুও ওয়া ইন্নাহুম্ মাইয়্যিতূন। ৩১। ছুম্মা ইন্নাকুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি 'ইন্দা রাব্বিকুম্ তাখ্তাছিমূন। ১৭ রুকু

মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মারা যাবে। (৩১) অতঃপর তোমরা কেয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিপালকের সামনে পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করবে।

○ টীকা (আঃ ২৪) ঃ মুখমণ্ডলকে ঢাল করে দেয়ার অর্থ এই যে, কোন প্রকারের আক্রমণ বা আঘাত আসলে মানুষ স্বভাবতঃ হাত দ্বারা তা প্রতিরোধ করে থাকে। কিন্তু পরলোকে কাফেরদের হাত, পা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবে। অতএব, সর্বপ্রকারের আঘাত ও শাস্তি তারা মুখমণ্ডল দ্বারা ফিরাতে চেষ্টা করবে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২৯) ঃ অর্থাৎ, উপদেশ-গ্রাহ্য হওয়ার জন্য যে সমস্ত মহাগুণের প্রয়োজন, কোরআনে তার সবকিছুই রয়েছে। যেমন বিষয়বস্তুগুলো উত্তম হওয়া। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩১) ঃ প্রথম ব্যক্তির দৃষ্টান্ত মুশরেকের, তারা বহু দেবদেবীর উপাসনা করে। কোনটির প্রতি সময়ে আস্থা থাকে, কোনটির প্রতি থাকে না। আবার বিপদে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধাবিত হয়। আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত মু'মিন ব্যক্তির, সে এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি আস্থা স্থাপন করে মহা শান্তিতে রয়েছে। (বঃ কোঃ)

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي

৩২। ফামান্ আজ্‌লামু মিম্মান্ কাযাবা 'আলাল্লা-হি ওয়া কায্‌যাবা বিস্‌স্বিদ্‌কি ইয্ জা—আহূ ; আলাইসা ফী

(৩২) তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে? যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে এবং সত্য যখন তার কাছে আসে তখন তা অবিশ্বাস করে।

جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ

জাহান্নামা মাছ্‌ওয়াল লিলকা-ফিরীন। ৩৩। ওয়াল্লাযী জা—আ বিস্‌স্বিদ্‌কি ওয়া স্বাদ্দাক্বা বিহী ~উলা—ইকা

এসব কাফিরদের ঠিকানা কি জাহান্নাম নয়? (৩৩) সে সত্য (দ্বীন) সহ এসেছে এবং যে সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করেছে,

هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝

হুমুল্ মুত্তাক্বূন। ৩৪। লাহুম্ মা-ইয়াশা—উনা 'ইন্‌দা রাব্বিহিম্ ; যা-লিকা জ্বাযা—উল্ মুহ্‌সিনীন্।

তারাই আল্লাহভীরু। (৩৪) তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে, তাদের কাঙ্ক্ষিত সব কিছুই। পুণ্যবানদের প্রতিদান এটাই।

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي

৩৫। লিইউকাফ্‌ফিরাল্লা-হু 'আন্‌হুম্ আস্‌ওয়াআল লাযী 'আমিলূ ওয়া ইয়াজ্‌যিয়াহুম্ আজ্‌রাহুম বিআহ্‌সানিললাযী

(৩৫) কারণ, আল্লাহ তাদের থেকে তাদের কৃত খারাপ কাজগুলো মিটিয়ে দিবেন এবং তাদের কৃত নেক কাজগুলোর

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ

কা-নূ ই'য়ামালূন। ৩৬। আলাইসাল্লা-হু বিকা-ফিন্ 'আব্‌দাহূ ; ওয়া ইউখাওয়্যিফূনাকা বিল্লাযীনা মিন্ দূনিহী ;

প্রতিদান দিবেন। (৩৬) আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? (হে নবী!) আপনাকে তারা (মুশরিকরা) আল্লাহ ছাড়া অন্যের ভয় দেখায়

وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ

ওয়া মাইঁ ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফামা- লা-হূ মিন্ হা-দ। ৩৭। ওয়া মাইঁ ইয়াহ্‌দিল্লা-হু ফামা-লাহূ মিম্ মুদ্বিল্লিন ; আলাইসাল্লা-হু

আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন পথ-প্রদর্শক নেই। (৩৭) আর যাকে আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, তার জন্য কোন বিভ্রান্তকারী নেই। আল্লাহ কি

بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ ﴿٣٧﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ

বি'আযীযিন্ যিন তিক্বা-ম। ৩৮। ওয়া লাইন্ সাআল্‌তাহুম্ মান্ খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বা লাইয়াক্‌লুন্নাল্

মহা প্রভাবশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? (৩৮) (হে নবী!) যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে সৃষ্টি করেছে, আকাশ ও পৃথিবী? তবে অবশ্যই তারা বলবে,

اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ

লা-হু ; কুল্ আফারাআইতুম্ মা- তাদ্‌'উনা মিন্ দূনিল লা-হি ইন্ আরা-দানিয়াল্লা-হু বিদ্বুর্‌রিন্ হাল হুন্না

আল্লাহ। আপনি বলুন, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ যে, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করতে চান, তবে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ডাক, তারা কি আমার সে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৩) ঃ والذى جاء-এখানে হযরত রাসূল (স)-কে বুঝানো হয়েছে, যিনি সত্য দ্বীনসহ আগমন করেছেন এবং وصدق দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে বুঝানো হয়েছে। যিনি সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (স)-কে সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন। (কুঃ কারীম)

○ শানে নুযূল (আঃ ৩৬) ঃ উপরের কয়েকটি আয়াতে একত্ববাদের সত্যতার এবং অংশীবাদের অসারতার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। এরূপ বিষয়বস্তু শ্রবণ করে অংশীবাদীরা হুযূর (সা)-কে বলত, "আমাদের দেবতাদের সাথে বেআদবী করবেন না। অন্যথায় আমরা তাদের নিকট প্রার্থনা করে আপনাকে উন্মাদ করে দিব, এতে ويخوفونك الخ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।